বিকশিত নেতৃত্ব
কর্মশালা

লেখক রেভাঃ টম কেলবী

বিকশিত নেতৃত্ব

কর্মশালা

বিকশিত নেতৃত্ব
কর্মশালা

সম্পাদনা	ঃ	বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা চেয়ারম্যান- দি এফ সি সি-বি
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	বিভাস বিশ্বাস
অনুবাদক ও কম্পোজ	ঃ	মিঃ মিন্টু রায়
প্রচ্ছদ	ঃ	সংগৃহীত
প্রকাশনা	ঃ	দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশনা	ঃ	আগস্ট, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ
সংখ্যা	ঃ	১০০০ (এক হাজার) কপি
মুদ্রণ	ঃ	ডট প্রিন্টার্স ৯৩ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ০১৭২০ ৯০৮১১৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ এফসিসি-বি হাউজ, ৩৯/১ ইন্দিরা রোড,
পশ্চিম রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯১১৪২৯৯

মুখবন্ধ

বিকশিত নেতৃত্ব বইটি অত্যন্ত চমৎকার ও অনন্য দলিল বলে আমার মনে হয়েছে। লেখক রেভাঃ টম কেলবী ঈশ্বরের বাক্য, পুরাতন ও নূতন নিয়মের বিভাগ, পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সময় সংঘটিত ঘটনাবলির অংশ বিশেষ, ইস্রায়েল ও যিহুদার ভাববাদীগণের উল্যেখ, বন্দীদশা থেকে প্রত্যাগমন, সৃষ্টি ও রহস্য এবং মানব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসহ বাইবেল এর উল্যেখিত মহান ব্যক্তিদের বিষয়ে উল্যেখ করা হয়েছে। সমাজ, দেশ ও বংশ এর নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে ও তাদের নেতৃত্বের গুনাবলী, যোগ্যতা, আহ্বান ও অভিজ্ঞতা সমন্বয়ে বইটিতে সময় ও স্থান সহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান সময়ের নেতৃত্ব এবং সমাজ আমরা সকলে এই বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব বলে বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে বিকাশমান নেতৃত্ব বইবেল এর নেতৃত্বের আলোকে ও গুণাবলীতে নতুন প্রজন্মদের বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বিশ্বাস করি। বইটি নিছক মনোপ্রসু কোন ঘটনার অবতারণা ঘটেনি। পবিত্র বাইবেল এর সত্য ঘটনাগুলোকে তার লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন যেন বইটি যুগে যুগে আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ করে জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, সংযমিত আত্মিক নেতৃত্ব প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস "বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালা" লেখা ও ছবিতে প্রকাশিত বইটি আমাদে খ্রীষ্টিয় নেতৃত্বের ও সমাজের সকল স্থানের অবস্থিত বিশ্বাসীদের কাজে লাগবে। অবক্ষয়িত বর্তমান অবস্থায় বইটি যুগোপযোগী, বাস্তব জীবনে চিন্তা, চেতনা ও মনোনশীলতায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে বিশাস করি। ঈশ্বর আমাদের সকলের সহায় হউন।

বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা

চেয়ারম্যান
দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চ্চেস অব বাংলাদেশ
আগষ্ট, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ

সূচিপত্র

আমাদের উদ্দেশ্য ও সংগঠনরীতি ০৫
ঈশ্বরের বাক্য কি বলে? ০৭
ঈশ্বরের বাক্য কি বলে? (চলমান) ০৯
পুরাতন নিয়ম কি বলছে? ১১
নূতন নিয়ম কি বলছে? ১৩
বাইবেলের উভয় বিভাগ খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কীত.. ১৫
পুরাতন নিয়মে তিনটি বিভাগ রয়েছে ১৭
নূতন নিয়মের তিনটি বিভাগ ১৯
পুরাতন নিয়মে তিনটি বিভাগ ২১
বিশ্ব শক্তিগুলি ২২
বিশ্ব শক্তিগুলি পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সময় কাল ব্যাপীয়া কার্য্যকর ছিল ২৩
পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সময়কালের মধ্যে অধিকাংশ ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছিল..... ২৫
ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার গুরুত্ব..... ২৭
ইস্রায়েলের এক জাতি দুই জাতিতে বিভক্ত হলো ২৯
ভাববাদীগণের বিশেষ কার্য্য ৩১
ইস্রায়েলের ভাববাদীগণ ও যিহুদার ভাববাদীগণ ৩৩
ইস্রায়েল পরাজিত হলো ও লোকেরা ছিন্নভিন্ন হলো ... ৩৫
যিহুদা পরাজিত হলো এবং লোকেরা বাবিলে নীত হলো ৩৭
মন্দিরের ধ্বংস সাধন ৩৯
বন্দিত্ব থেকে প্রত্যাগমন..... ৪১
পুরাতন নিয়মের প্রথম বিভাগ ব্যবস্থাপুস্তক রূপে আখ্যায়িত ৪৩
ব্যবস্থা পুস্তকের প্রত্যেকটির একটি উপসংহার ৪৫
ব্যবস্থার লেখক ও সম্পাদক..... ৪৭
কিভাবে মোশি বংশতালিকা ব্যবহার করে আদিপুস্তক ভাগ করেছিলেন ৪৯
প্রারম্ভিক ঘটনাগুলি পাঠকদের পরবর্তী ঘটনাগুলির জন্য প্রস্তুত করে ৫১
দুইটি জীবনচরিত..... ৫৩
কিভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও কবিতা সংযুক্ত করলেন ৫৫
কিভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও কবিতা সংযুক্ত করলেন (চলমান)..... ৫৭
কিভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও ব্যবস্থা সংযুক্ত করলেন (অথবা নির্দেশাবলি) ৫৯
মোশির পুস্তকে মূল ঘটনা ৬১
ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি ৬৩
এদনে উদ্যান ৬৫
প্রথম "রাজা" ও "যাজকের" অবাধ্যতা ৬৭
পাপের ফল ৬৯
ঈশ্বর এক জন মুক্তিদাতার প্রতিজ্ঞা করলেন..... ৭১
নারীর বংশ ও সর্পের বংশ..... ৭৩
ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে দুঃখ-কষ্ট (ও অনুগ্রহ) ৭৫
বিনাশ ও পরিত্রাণ ৭৭
লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে ও তাঁকে মান্য করতে অস্বীকার করল ৭৯
এক জন মানুষ তৈরী করতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ৮১
অব্রাহামের প্রথম বংশধরগণ..... ৮৩
ভাববাদী যিনি ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে দেখতেন ৮৫
মিশরে ঈশ্বরের জাতি ৮৭
মিশর ও এর দেবতাদের বিরুদ্ধে ১০টি দন্ডাজ্ঞা..... ৮৯
সূফসাগরে পরিত্রাণ ও বিনাশ ৯১
প্রান্তরের মধ্যে ঈশ্বরের জাতি..... ৯৩
ঈশ্বরের জাতি একমাত্র তাঁরই ভজনা করা অস্বীকার করল ৯৫
যাজকদের অনুগ্রহশীল দান ৯৭
পৃথিবীর উপর ঈশ্বরের বসবাসের স্থান ৯৯
ইস্রায়েল ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল ১০১
৪০ বৎসরের প্রতীক্ষা, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ, অনুচরবর্গ, ও মৃত্যু ১০৩
মোশির সময়ে লোকদের জন্য দীর্ঘ ধর্ম্মোপদেশ ... এবং আজ ১০৫
বাইবেলের অন্যান্য বিভাগের সাথে ব্যবস্থা কিভাবে সংযুক্ত হলো ১০৭

আমাদের উদ্দেশ্য ও সংগঠনরীতি

বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালা হলো মন্ডলীর নেতাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প। দৃশ্যমান চিহ্ন শিক্ষার গঠন ও আকার উপস্থাপন করে। দৃশ্যমান চিহ্নে ছয়টি পরিচ্ছদ আছে। ছয়টি পরিচ্ছদ বাইবেলের ছয়টি বিভাগ উপস্থাপন করে। তিনটি পরিচ্ছদ পুরাতন নিয়ম থেকে তিনটি বিভাগ উপস্থাপন করে। এগুলি ব্যবস্থা, ভাববাদী, ও লিখিত দলিল উপস্থাপন করে। লিখিত দলিলকে কখনও কখনও গীতসংহিতা রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে কারণ এটি লিখিত দলিল সম্বলিত সবচেয়ে বড় পুস্তক। নূতন নিয়ম উপস্থাপন করা তিনটি পুস্তক নূতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তক (এতে চারটি সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তক সংযুক্ত), প্রৈরিতিক পত্র (মন্ডলী বা ব্যক্তিগত পর্য্যায় লিখিত সকল পত্রগুলি) ও প্রকাশিত বাক্য উপস্থাপন করে। ছয়টি বিভাগের সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুশীলন করা ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালার লক্ষ্য মন্ডলীর নেতাদের ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রেম ও তাদের জ্ঞান ও শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রশিক্ষণে ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহারে তাদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি করা। বিকশিত নেতৃত্ব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সময় তারা একত্রে মিলিত হবে। প্রত্যেক বার আমরা বাইবেলের ছয়টি বিভাগের একটির বিষয় আলোচনা করতে মিলিত হব। এটা বাইবেলের প্রত্যেক বিভাগের আকার সাজানোর কারণে, এই আলোচনাগুলি প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে পুস্তকগুলির মূল বক্তব্য, কাহিনীর ইতিবৃত্ত, ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করবে।

যখন সম্ভব হবে, এই "বিশাল-চিত্র" শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অধিকতর ধারণা শাস্ত্রের নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্য থেকে শিক্ষাদানের অধিকতর গুরুত্ব সংযুক্ত করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্যবস্থার এক অংশের গুরুত্বের সাথে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অংশের (যেমন, আদিপুস্তক বা দ্বিতীয় বিবরণের একটি নির্দিষ্ট অংশ) শিক্ষাদান সংযুক্ত হবে। প্রশিক্ষণের দুটি অংশের সাথে একটি নগর দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন দুটি উপায়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথম, ঠিক একই ভাবে একটি নগরের উপর দিয়ে একটি উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে, আমরা একটি বিশাল চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকে আমরা শাস্ত্রের প্রত্যেকটি বিভাগ পরীক্ষা করব। এই "বিশাল-চিত্র" শাস্ত্রের ঐ অংশের মধ্যদিয়ে মূল বক্তব্যের উপর জোর দিচ্ছে। দ্বিতীয়, ঠিক একই ভাবে এক ব্যক্তি একটি নগরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কাছ থেকে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে, আমরা প্রত্যেক বিভাগের মধ্যদিয়ে শাস্ত্রের একটি বিশেষ অংশ নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করব। উড়োজাহাজের মধ্যের ব্যক্তিটি নগরের একাধিক অংশ দেখতে পায়, কিন্তু রাস্তার উপরের ব্যক্তিটি অনেক কিছু বিস্তারিতভাবে দেখতে পায়। আমরা উভয় ক্ষেত্রে আমাদের অনুশীলন লক্ষ্য করব।

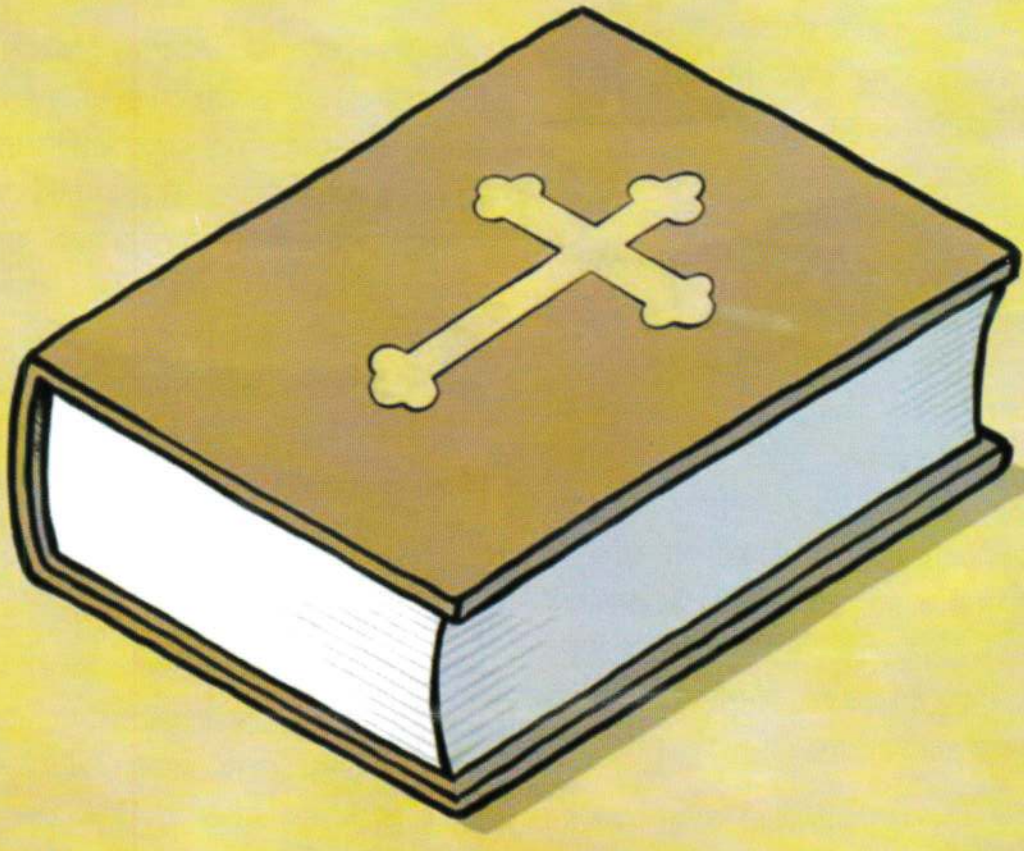

(২ হতে ১)

ঈশ্বরের বাক্য কি বলে?

ঈশ্বরের লিখিত বাক্য মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। ধর্ম্মবিপ্লবের দিন থেকে (১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হওয়া পাশ্চত্যের মন্ডলীতে ধর্ম্মবিপ্লবের সময়ে), প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীগুলি *সোলা স্ক্রীপচুরা* নামে আখ্যাত একটি নীতিতে বিশ্বাস করত। অর্থ এই যে বাইবেল হলো মন্ডলীর বিশ্বাস ও কার্য্য-সম্পাদনের চুড়ান্ত বিধিসংগত ক্ষমতা। এই কারণ, বাইবেলের প্রামাণ্য পুস্তকগুলির অনন্যতা জানা অপরিহার্য্য। স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত এই প্রামাণ্য তালিকা *ক্যানন* নামে আখ্যাত। ক্যানন গ্রীক শব্দ যার অর্থ "বিধি"।

পুরাতন নিয়ম অনুসারে, ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেন্টের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়, কাথলিক মন্ডলী ঘোষণা করে যে হিব্রু বাইবেলের পুস্তকগুলি ও এ্যাপোক্রিফার পুস্তকগুলি স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণীত ছিল। কাথলিক মন্ডলী কর্তৃক এই নিস্পত্তি প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীগুলি গ্রহণ করে নাই। প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীগুলি হিব্রু বাইবেলকে মন্ডলীর অনুশাসন-সম্মত রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল কিন্তু তারা এ্যাপোক্রিফার পুস্তকগুলিকে মন্ডলীর অনুশাসন-সম্মত রূপে স্বীকৃতি দেননি। প্রোটেষ্ট্যান্ট মন্ডলীগুলির যুক্তি তারা মন্ডলীর অনুশাসন-সম্মত রূপে যে পুস্তকগুলির অনুমোদন দিয়েছেন সেই পুস্তকগুলি যীশু ও তাঁর প্রেরিতগণ গ্রহণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টিয়ানগণ বিশ্বাস করেন যে **ক্যানন সমাপ্ত** হয়েছে। বাইবেলে আর কোন নূতন পুস্তক যোগ করার সুযোগ নেই। ভাববাদীগণের (তাদের প্রামাণ্য বাক্যগুলি ও শিক্ষাদান পুরাতন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়) ও প্রেরিতগণের (তাদের প্রামাণ্য বাক্যগুলি ও শিক্ষাদান নূতন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়) ভিত্তিমূলের উপর মন্ডলী স্থাপিত হয়েছে। ইফিষীয় ২:২০ পদ দেখুন। বাইবেলে ৬৬টি পুস্তক ও প্রায় ৪০ জন লেখক রয়েছে। এই লেখকগণ হলেন রাজগণ, ভাববাদীগণ, মেষপালকগণ, করগ্রাহীগণ ও মৎস্যধারীগণ। কিন্তু যেহেতু অনেক ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগণ বাইবেলের বাক্যগুলি লিখেছিলেন যা ৬৬টি পুস্তক রূপে সংযুক্ত। লেখকগণ তাদের নিজেদের কাহিনী বা জ্ঞানের বিষয় কিছুই লেখেননি (**২ পিতর ১:২০-২১ পদ দেখুন**)। এগুলি সবই একই কাহিনীর অংশ। লেখক কর্তৃক লিখিত বাক্যগুলি ঈশ্বর থেকে এসেছিল। এই কারণ প্রেরিত পৌল বলতে সমর্থ হয়েছিলেন যে শাস্ত্রলিপি "ঈশ্বর-নিশ্বসিত" (**২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদ**)। বাইবেল কোন মানুষের জ্ঞান দ্বারা আসেনি। বরং, "মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন" (**২ পিতর ১:১৯-২১ পদ**)। লেখকগণ প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য কিছুই লেখেননি। তারা ঈশ্বরের মানুষদের সাহায্য করবার জন্যই লিখেছেন। এই কারণ পিতর বললেন, "তাঁহারা আপনাদের জন্য নয় কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন) (**১ পিতর ১:১২ পদ দেখুন**)। লেখকগণ পরিচারক যারা কঠিন পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকেন যেন ঈশ্বারের মানুষদের ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

বাইবেলের বাণী প্রগতিশীল। এই অর্থ করে না যে আদি অংশ মিথ্যা এবং পরবর্তী অংশ সত্য। বরং এই অর্থ করে যে পুরাতন নিয়মের আদি অংশে যে বিষয়গুলি খুব একটা স্পষ্ট ছিল না সেগুলি শাস্ত্রলিপির পরবর্তী অংশে আরও অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে। বাইবেলের প্রগতিশীল প্রকৃতি **মথি ৫:১৭-১৮, ১১:১৩-১৪, ইব্রীয় ১১:১৩,** ও **১পিতর ১:১০-১২** পদে দেখা যেতে পারে।

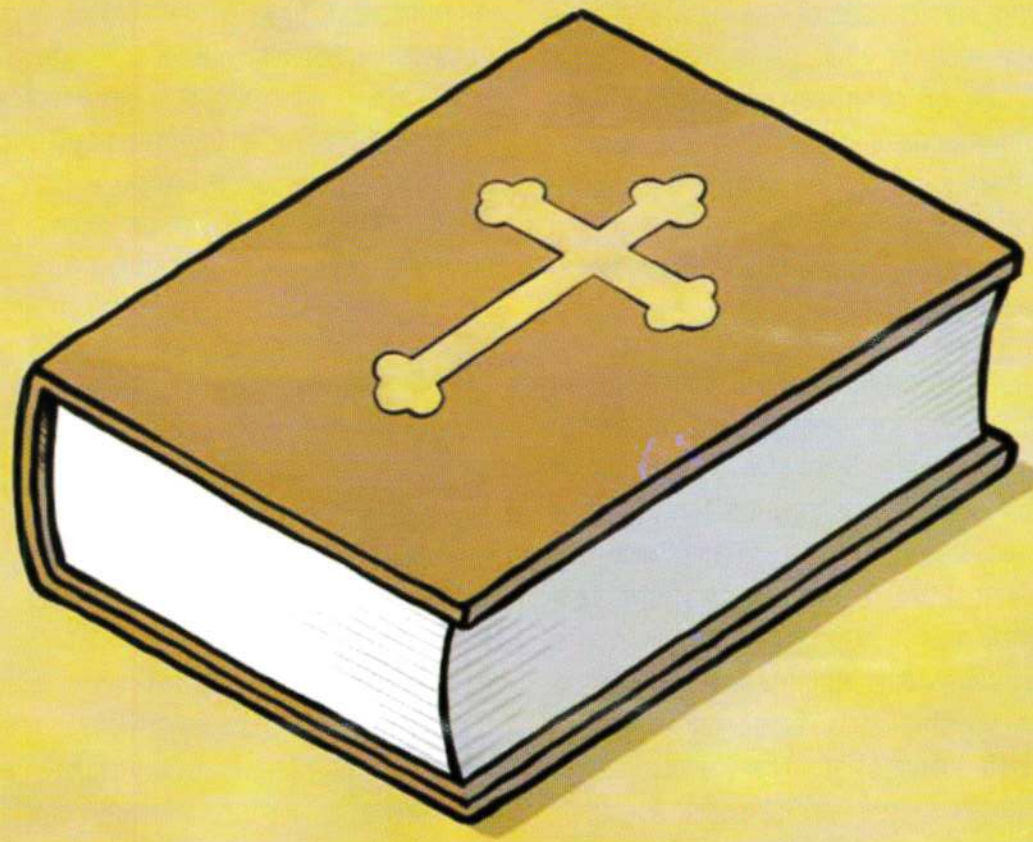

(২ হতে ২)

ঈশ্বরের বাক্য কি বলে? (চলমান)

বাইবেল বিশ্বাসভাজন। যীশু সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে ঈশ্বরের বাক্যের খন্ডন হতে পারে না (যোহন ১০:৩৫ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের বাক্য সত্য কারণ ঈশ্বর এর লেখক এবং ঈশ্বর মিথ্যা বলতে পারেন না (তীত ১:২ পদ দেখুন)।

প্রাচীন কালে, যা লিখিত হয়েছিল সেই ঈশ্বর বিষয়ক বিষয়ের উপর ঈশ্বরের লোকেরা তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতেন। এটি তাদের জন্য প্রমাণ স্বরূপ পরিচর্য্যা করত। আজও এটি একইভাবে সত্য। আমরা কি বিশ্বাস করি ও কার্য্য করি বাইবেল হলো সেই বিষয়ের ভিত্তি। এই কারণ, যারা মন্ডলীতে নেতৃত্ব দেয় তাদের ঈশ্বরের বাক্যের অনুশীলন করতে নিজেদের উৎসর্গ করা প্রয়োজন।

খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রলিপির **প্রাচুর্য, নির্মলতা** ও **বিধিসংগত ক্ষমতা** সম্পর্কে কথা বলতে সহায়ক হিসাবে দেখতে পায়। শাস্ত্রলিপির বিধিসংগত ক্ষমতার অর্থ এই যে ঈশ্বরের বাক্য সকল বিশ্বাস ও প্রচলিত রীতিতে ঈশ্বরের মানুষদের উপর চুড়ান্ত বিধিসংগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **(গীত: ১, ১১৯, ২তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদ** দেখুন)। শাস্ত্রলিপির প্রাচুর্য অর্থ এই যে ঈশ্বর মন্ডলী দিয়েছেন, তাঁর কার্য্য করতে ও তাঁর সাক্ষাতে বুদ্ধিপূর্বক চলতে যা যা প্রয়োজন শাস্ত্রে ঈশ্বর তা দিয়েছেন। শাস্ত্রলিপির বাইরে খ্রীষ্টিয়ানের কোন কিছু লিখবার প্রয়োজন নেই। মন্ডলীর জন্য যদি কোন কিছু লিখতে প্রয়োজন হয় তাও শাস্ত্রলিপিতে লিখিত আছে। এটি এই অর্থ করে না যে খ্রীষ্টিয়ান অন্য কোন পুস্তক পড়তে পারবে না। বরং শাস্ত্রলিপিগুলির অর্থ হলো নিজেদের মধ্যে এগুলি পর্যাপ্ত। অন্য কোন লিখিত বিষয় থেকে তাদের কোন "সাহায্যের" প্রয়োজন নেই। তাদের অন্য কোন লিখিত বিষয় থেকে সংশোধনেরও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরে ভক্তি ও জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন ঈশ্বরের উত্তম বাক্যে তা দেখতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রলিপির নির্মলতার অর্থ এই যে শাস্ত্রলিপিগুলির দুর্জ্ঞেয় বিষয় হওয়ার অভিপ্রেত নেই যা বিশেষ প্রশিক্ষণের দ্বারা কেবলমাত্র সুগম হতে পারে। বরং, শাস্ত্রলিপিগুলি এই উদ্দেশে লিখিত হয়েছে যে যারা ঈশ্বরের এই উত্তম বাক্য শুনতে ইচ্ছা করবে ও মান্য করবে তারা যেন সহজে বুঝতে পারে।

মূল গ্রন্থে পিছনের ঘটনাবলিতে প্রচারক ও শিক্ষকের জন্য কোন কার্য্যের বিষয় প্রকাশ করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রচারক বা শিক্ষকের কার্য্য ভুতত্ত্ববিষয়ক অতীত ইতিহাস অনুসন্ধানের দ্বারা বিশ্বব্যাপী বন্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা না করা, ইত্যাদি...। বরং মূল গ্রন্থ নিজে এটা প্রকাশ করবে। লেখক কিভাবে কথা বলছেন? লেখক কিসের উপর জোর দিচ্ছেন? লেখক কোনটি সত্য বলে দাবি করছেন? লেখকের পরিপ্রেক্ষিত হলো প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত।

পুরাতন নিয়ম কি বলছে?

পুরাতন নিয়মে ৩৯ টি পুস্তক আছে। এই পুস্তকগুলি প্রকৃতপক্ষে হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল। এগুলি কিছু কিছু বিষয়ে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কখনও কখনও এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক অনুবাদকে সেপ্টুজিন্ট নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে (অথবা একটি কাহিনী অনুসারে, LXX এর কারণে, কথিত আছে যে ৭০ জন মানুষ এই অনুবাদে সম্পৃক্ত ছিলেন)। খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বেই পুরাতন নিয়মের সব পুস্তক লিখিত হয়েছিল। তাদের লেখার উপর ভিত্তি করে, এটা স্পষ্ট যে লোকেরা পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি লিখেছিলেন তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া, পুরাতন নিয়মের লেখকগণ খ্রীষ্টের সম্পর্কে জানতেন এবং তারা জানতেন যে তারা তাঁর সম্পর্কে লিখছেন। তারা আরও জানতেন যে তারা মানুষের সুবিধার্থে লিখেছিলেন যারা তাদের পরবর্তী সময়ে আসবে (১পিতর ১:১০-১২পদ)। ব্যবস্থার তিনটি বিভাগে, ভাববাদীগণ, ও লিখন পদ্ধতিতে তাদের শেষ পুস্তকগুলির বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে, এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তি বা লোকজন যারা পুরাতন নিয়ম বিন্যাস করেছে তাদের চূড়ান্ত বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ছিল। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি যীশু ও প্রেরিতগণ দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছিল। কেবল এটা নয়, যীশু ও প্রেরিতগণ ঐ বিষয়গুলি প্রত্যাশা করেছিলেন যারা তাদের পরবর্তী সময়ে আসবে তারা পুরাতন নিয়ম ব্যবহার করবে (**২ তীমথিয় ৩:১৬, ৪:১ পদ** দেখুন)। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি আজও মন্ডলী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন নূতন নিয়মের লেখকগণ শাস্ত্রলিপি থেকে উদ্ধৃতি দেন, তখন তারা সাধারণতঃ পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে কথা বলেন। কারণ তখনও নূতন নিয়ম লিখিত হয়নি।

বাইবেলের উভয় বিভাগ খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কীত।

বাইবেলের উভয় বিভাগ (পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম) খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কীত (**১ পিতর ১:১০-১২ পদ** দেখুন)। যাহোক, একই ভাবে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কীত বিষয়ে তারা সব নয়। এই পুস্তকগুলি একটি থেকে আরেকটি খুবই ভিন্ন। কিছু কিছু আছে খুবই সহজভাবে বোঝা যায় কিন্তু কিছু কিছু আছে বুঝতে পারা খুবই কঠিন। ওগুলি সবই অনুশীলন করতে হবে, কারণ তাদের সবই ঈশ্বরের প্রেমে তাদের বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ও তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে সে বিষয়ে বুঝবার জন্য ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে কোন না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন পুস্তকে যীশুর নাম উল্লেখিত আছে। অন্যগুলিতে তা নেই। মানুষের জন্য কিভাবে তিনি পরিত্রাণ ক্রয় করেছেন তা কোন কোন পুস্তকে উল্লেখ আছে। অন্য পুস্তকে তা নেই। শাস্ত্রলিপির বিভিন্ন অংশে কিভাবে খ্রীষ্টের কাহিনী বর্ননা করা হয়েছে তা দেখা প্রচারকের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি পুস্তক আছে (ইষ্টের) যেখানে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এমন অনেক রহস্য আছে যে লেখক চেয়েছেন যেন পাঠক দেখতে পায় যে ঈশ্বর এই পুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ! প্রচারকের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে তারা দেখতে পাবে যে কিভাবে প্রতিটি পুস্তকে খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্য একটি দৃষ্টান্ত হলো বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক। এই পুস্তক দেখাচ্ছে যে কিভাবে একজন ঈশ্বরভক্ত রাজা ব্যতীত ঈশ্বরের লোকেরা জীবন যাপন করেছে। বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তকে খ্রীষ্ট নামে উল্লেখিত হননি, কিন্তু এটা বর্ননা করছে যে ঈশ্বরের লোকদের উপর শাসন করতে তাদের একজন রাজা প্রয়োজন। সেই খারাপ সময় সম্পর্কে পড়লে দেখা যায় যে বিচারকর্ত্তৃগণের সময়ে এটি ঘটেছিল যে ঈশ্বরের লোকদের সিংহাসনে কোন রাজা ছিল না ঈশ্বরের মনোনীত রাজা যেন তাদের উপর শাসন করেন এই বিষয়ে তারা আকাংখিত ছিল। বিচারকর্ত্তৃগণের পুস্তক ঈশ্বরের লোকদের এই সতর্কবার্তাও দিয়েছিল যে যদি তাদের উপর কোন উত্তম রাজা শাসন না করেন তবে তাদের কি ঘটতে পারে। আজ আমরা ঈশ্বরের লোকদের এই সাদুবাদ জানাতে পারি যে তাদের উপরে একজন উত্তম রাজা শাসন করছেন। তাঁর নাম যীশু খ্রীষ্ট (**মথি ১:১ ও ২৮:১৮-২০ পদ** দেখুন)।

পুরাতন নিয়মে তিনটি বিভাগ রয়েছে

পুরাতন নিয়মে তিনটি বিভাগ রয়েছে: ব্যবস্থা পুস্তক, ভাববাদী পুস্তক, ও লিখিত দলিল (**লূক ২৪:২৫-২৭ ও ৪৪-৪৭ পদ দেখুন**)। লিখিত দলিল নামে আখ্যাত পুস্তককে কখনও কখনও গীতসংহিতা রূপে আখ্যাত করা হয়। সকল তিনটি বিভাগই খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের বাণী সম্পর্কীত। আবার এই পুস্তকগুলি ঠিক একই ভাবে খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের ঘটনা সম্বলিত নয়।

এই ব্যাখ্যাতে ক্রুশ অস্পষ্ট কারণ খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের বিষয়গুলি পুরাতন নিয়মে স্পষ্ট নয় যেমন নূতন নিয়মে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন, পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে আমাদেরকে খ্রীষ্টের নাম বলা হয়নি।

নূতন নিয়মের পুস্তকগুলি আমাদের এই ঘটনা বলছে। যেহেতু নূতন নিয়মের মত স্পষ্টভাবে পুস্তকগুলি খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলছে না, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে পুস্তকগুলি খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্পর্কীত বিষয়গুলি বলছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, **যোহন ৫:৩৯-৪৭ পদ** দেখুন)। এটি প্রচারকের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয় যে পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্টকে প্রকাশ করতে সংকল্পবদ্ধ।

আধূনিক বাইবেলের পুস্তকগুলি যীশুর জগতে থাকাকালীন সময়ের কার্য্যের মত একই ভাবধারার সম পর্য্যয়ের নয়। এর সুস্পষ্ট কারণ যীশু ও অন্য ভক্তগণ পুরাতন নিয়মে লিখিত দলিলের বিষয় উল্লেখ করেছেন (**লূক ২৪:২৫-২৭**)। এর সুস্পষ্ট কারণ বিদ্বানগণ শাস্ত্রলিপির পুস্তকগুলির পুরাতন তালিকা দেখতেন। পুরাতন নিয়মের এইসব অতি পুরাতন তালিকাগুলি বাবা বাত্রা ১৪বি রূপে পরিচিত। বাবা বাত্রা ১৪বি এর পুস্তকগুলির বিন্যাস সম্ভবতঃ একই বা খুবই সাদৃশ্য আছে, পুস্তকগুলির বিন্যাস যীশু ও প্রেরিতগণ জানতেন। ঐ তালিকা–এবং এটা অন্যরাও পছন্দ করে–ব্যবস্থার সকল পুস্তকগুলি একত্রে সন্নিবেশিত। পরবর্তী, ভাববাদীগণের সকল পুস্তকগুলি একত্রে সন্নিবেশিত। অবশেষে, লিখিত দলিলগুলির সকল পুস্তকগুলি একত্রে সন্নিবেশিত।

লূক ১১:৫১ পদে যীশু অন্য একটি রহস্য পাঠকদের জানিয়ে রাখলেন যে বাইবেল আদিপুস্তক দিয়ে শুরু হয়ে বংশাবলি দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে। ঐ পদে, তিনি সাক্ষ্যমরদের বিষয় উল্লেখ করলেন যারা পুরাতন নিয়মের যুগে নিহত হয়েছিলেন। তিনি সকল সাক্ষ্যমরদের বিষয় বর্ননা করতে চেয়েছিলেন, সুতরাং তিনি বললেন, "হেবলের রক্ত অবধি সেই সখরিয়ের রক্ত পর্য্যন্ত, যিনি যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নিহত হয়েছিলেন"। আদিপুস্তকে দেখা যায় হেবল হলেন প্রথম সাক্ষ্যমর। বংশাবলিতে দেখা যায় সখরিয় হলেন শেষ সাক্ষ্যমর, এটি যীশুর বাইবেলে শেষ পুস্তক। পুরাতন নিয়মের বিষয়গুলি যীশুর বাক্যের বিষয় ছিল না, যা তিনি এখানে শিক্ষা দিলেন।

আধুনিক বাইবেলে মালাখি হলো পুরাতন নিয়মের শেষ পুস্তক কারণ, দিনপঞ্জির উপর ভিত্তি করে ঘটনাগুলি ঘটেছিল। পুরাতন নিয়মের যুগে মালাখি শেষ ভাববাদী হিসাবে কথা বলেছিলেন। এরূপে, আধুনিক বাইবেল বিশেষতঃ সময়ানুক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। যাহোক, যীশুর বাইবেলে, মালাখি শেষ পুস্তক নয়। মালাখি আসার পর সকল পুস্তকগুলি লেখা হয়েছে।

যীশুর বাইবেলে, বংশাবলি শেষ পুস্তক, কারণ এটি লিখিত দলিলগুলির শেষ পুস্তক। যেহেতু বংশাবলি পুস্তক লিখিত দলিলগুলির একটি অংশ, এটি লিখিত দলিলগুলির অন্য পুস্তকের সঙ্গে স্থাপন করা হয়েছিল। এটি শমুয়েল ও রাজাবলির পরবর্তী সময়ে নির্দেশিত ছিল না কারণ এগুলি পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ রূপে আখ্যাত বিভাগের অংশ।

নূতন নিয়মের তিনটি বিভাগ

নূতন নিয়মে ২৭টি পুস্তককে তিনটি সতন্ত্র ভাগে ভাগ করা যায়: ঐতিহাসিক পুস্তক, প্রৈরিতিক পত্র, ও প্রকাশিত বাক্য। ঐতিহাসিক পুস্তকে ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল রোমে সুসমাচার প্রচার করবার মধ্যদিয়ে যা যীশুর জন্মের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। প্রৈরিতিক পত্রগুলি মন্ডলী বা ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে লিখিত হয়েছিল। যেহেতু "সপ্ত মন্ডলীকে" উদ্দেশ্য করে লিখিত প্রকাশিত বাক্য একটি পত্র, এটি প্রৈরিতিক পত্র থেকেও ভিন্ন ধরণের একটি সাহিত্য যা পৃথকভাবে বিবেচনা করা হয়। কোন কোন সময় প্রৈরিতিক পত্রগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে, পৌলের প্রৈরিতিক পত্র ও "সর্বজনীন" (সাধারণ) প্রৈরিতিক পত্র। আমরা প্রৈরিতিক পত্রগুলিকে একটি বৃহৎ দল রূপে বিবেচনা করব।

নূতন নিয়মের সকল তিনটি বিভাগ খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্পর্কীত। এই বর্ননাতে ক্রুশ সুস্পষ্ট কারণ নূতন নিয়মের লেখকগণ এই তিনটি বিভাগে সুস্পষ্টভাবে খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন (উদাহরণ স্বরূপ **মথি ১:১ পদ** দেখুন। নূতন নিয়মের এই সুস্পষ্ট লেখাগুলি পুরাতন নিয়মের লেখাগুলি বুঝতে সাহায্য করে কারণ নূতন নিয়মের লেখকগণ প্রায়ই পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

গুরুত্বপূর্ণ: যখন নূতন নিয়মের লেখকগণ পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রলিপি সম্পর্কে লিখেছেন তখন তারা সেগুলি "শাস্ত্রলিপি" রূপে উল্লেখ করেছেন। তারা সেগুলি "পুরাতন নিয়ম" রূপে আখ্যাত করেননি। এই সময়ে নূতন নিয়ম লিখিত হয়নি, তাই তারা পুরাতন নিয়মকে শাস্ত্রলিপি রূপে আখ্যাত করত। কিভাবে প্রেরিতগণ পুরাতন নিয়ম ব্যবহার করতেন এটি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করলে সহায়ক হবে। তাদের ব্যাখ্যাগুলি আমাদের ব্যাখ্যাগুলিকে অনুপ্রাণীত করছে।

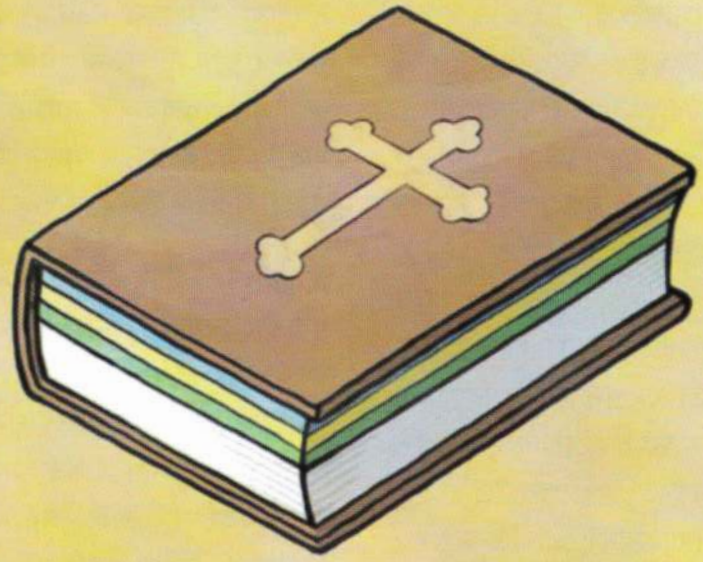

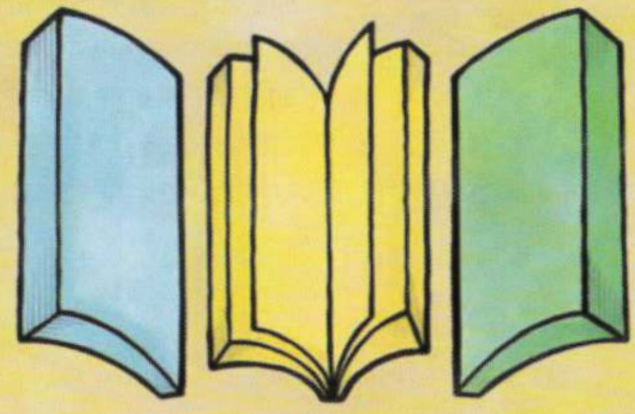

পুরাতন নিয়মে তিনটি বিভাগ

পুরাতন নিয়মের কোন অনুলিপি যীশুর কাছে ছিল না কারণ প্রথম শতাব্দির প্রথমার্ধে পুস্তকগুলি ব্যবহার করা হতো না। পুরাতন নিয়মের চামড়ার জড়ানো পুস্তক তাঁর কাছে ছিল না কারণ কেহই সমুদয় পুরাতন নিয়ম জড়ানো পুস্তক রূপে অন্তর্ভুক্ত করে রাখত না। যাহোক, যীশুর বাক্যের উপর ভিত্তি করে, এটি স্পষ্ট যে তিনি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে পুস্তকগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতেন। **লূক ২৪:৪৪** পদে তিনি ব্যবস্থা সম্পর্কে, ভাববাদী সম্পর্কে, ও গীতসংহিতা সম্পর্কে বলেছেন। **লূক ১১:৫১** পদে তাঁর বাক্য বর্ননা করছে যে তিনি পুরাতন নিয়মের ক্যাননে বংশাবলিকে শেষ পুস্তক রূপে মনে করেছেন। নীচে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির খসড়া-চিত্র যা তারা খুব সম্ভবতঃ "যীশুর বাইবেল" রূপে বিবেচনা করেছিল।

বিধান – আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ

ভাববাদীগণ - যিহোশুয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, শমুয়েল (১-২ শমুয়েল সংযুক্ত ছিল), রাজাবলি (১-২ রাজাবলি সংযুক্ত ছিল), যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, ১২ জন ভাববাদী (হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি)

লিখিত দলিল - রূৎ, গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত, বিলাপ, দানিয়েল, ইষ্টের, ইষ্রা/নহিমিয় (এটি বাস্তবিক একটি পুস্তক রূপে ছিল), বংশাবলি (১-২ বংশাবলি সংযুক্ত ছিল)।

বিশ্ব শক্তিগুলি

মিশর
৩০০০ খ্রীঃ পূঃ – ১২০০ খ্রীঃ পূঃ
ইস্রায়েল
১০১০ খ্রীঃ পূঃ – ৯৩০ খ্রীঃ পূঃ
অশুর
৮৭০ খ্রীঃ পূঃ – ৬২৬ খ্রীঃ পূঃ
বাবিল
৬২৬ খ্রীঃ পূঃ – ৫৩৯ খ্রীঃ পূঃ
পারস্য
৫৩৯ খ্রীঃ পূঃ – ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ
গ্রীস
৩২৩ খ্রীঃ পূঃ – ১৪৬ খ্রীঃ পূঃ
রোম
১৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ – নূতন নিয়ম
৩০০০ - ১২০০
১০১০ - ৯৩০
৮৭০ - ৬২৬
৬২৬ - ৫৩৯
৫৩৯ - ৩২৩
৩২৩ - ১৪৬
১৪৬ - নূনি

বিশ্ব শক্তিগুলি পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সময় কাল ব্যাপীয়া কার্য্যকর ছিল তাঁর রাজ্য সম্পর্কীত

বাইবেল ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় বলছে (**মার্ক ১:১৪-১৫**)। ঈশ্বরের রাজ্য যেখানে ঈশ্বর তাঁর অভিষিক্ত রাজা যীশুর মাধ্যমে রাজত্ব করেন এবং ঈশ্বরের লোকেরা আনন্দের সাথে তাঁর আদেশ পালন করে। খ্রীষ্টের গ্রীক অর্থ "অভিষিক্ত" কারণ ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা যীশু। হিব্রু মশীহ শব্দের অর্থ "অভিষিক্ত"। এই কারণ যীশুকে যীশু খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্ট যীশু বলা হয়। নামটি এই বিষয় জোর দিচ্ছে যে তিনি ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা।

যাহোক, ঈশ্বরের রাজ্য বাইবেলে কেবল রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং যীশুকে বাইবেলে কেবল রাজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। বাইবেলে প্রায় সকল ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ব শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের রাজত্বে সংঘটিত হয়েছে। এটা জানা সহায়ক হবে যে যখন বাইবেল লিখিত হয়েছিল তখন কোন রাজ্য ক্ষমতাশালী ছিল। বিশ্ব শক্তিগুলি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ছিল কারণ তারা খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাদের শাসন পরিচালনা করতে চাইত না (**গীতসংহিতা ২:১-৩**)।

এমন একটি দিন আসছে যেদিন একমাত্র রাজ্য হবে ঈশ্বরের রাজ্য (**দানিয়েল ২:৪৪-৪৫**)। বাবিল রাজ একটি স্বপ্ন দেখেছিল যেখানে এই পৃথিবীর রাজ্যগুলি একটি পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। পাথরটি খ্রীষ্টকে ও তাঁর লোকদের উপস্থাপন করে। এই রাজ্য কখনও ধ্বংস হবে না।

৭২৩
২১০০
১০০০
৫৮৬
১৪০০
৯৩০
৭০
৫৩৮
৯৫০
৬০৫
৫১৬
৩০০০ - ১২০০
১০১০ - ৯৩০
৮৭০ - ৬২৬
৬২৬ - ৫৩৯
৫৩৯ - ৩২৩
৩২৩ - ১৪৬
১৪৬ - নূনি

পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সময়কালের মধ্যে অধিকাংশ ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছিল

বাইবেলে যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি পৌরাণিকী কাহিনী নয়। এগুলি বাস্তবিক যথাসময়ে ও ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে যা বাইবেলের যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এই সকল কোন কোন ঘটনার যথাযথ তারিখ জানা নেই। অন্য অন্য ঘটনাগুলির তারিখ জানা আছে। এই সময়সূচী প্রচারক ও শিক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি বাইবেলে লিখিত হয়েছিল তা বুঝতে সাহায্য করবে। পুস্তকটির মধ্যে শব্দগুলি খুঁজে পেতে ও ঐ শব্দগুলি অর্থ অন্যের কাছে ব্যাখ্যা করতে ও তাকে বুঝাতে সাহায্য করবে।

MEDITERRANEAN SEA
ISRAEL
১০০০
১২০০ - ৩০০০
৯৩০ - ১০১০
৬২৬ - ৮৭০
৫৩৯ - ৬২৬
৩২৩ - ৫৩৯
১৪৬ - ৩২৩
১৪৬ - নূনি

ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজার গুরুত্ব

ঈশ্বরের লোকদের উপরে রাজত্ব করতে একজন রাজা চাওয়া তাদের কোন পাপ ছিল না। বস্তুতঃ বাইবেলের শুরু থেকে, স্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে ঈশ্বরের লোকদের উপর রাজত্ব করতে তাদের একজন রাজার প্রয়োজন ছিল (আদিপুস্তক ৪৯:৮-১২ ও দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-২০)। আদিপুস্তক ৪৯:৮-১২ পদের উপর ভিত্তি করে এটা স্পষ্ট যে যিহুদার বংশ থেকেই এই রাজা আসবে। যিহুদার পুস্তক লিখিত হয়েছিল, অংশতঃ, সেখানে একটি ঘটনা দেখা যায় যখন ঈশ্বরের লোকদের উপরে রাজত্ব করতে তাদের উপরে ঈশ্বরভক্ত কোন রাজা ছিল না (যিহুদা ১৭:৬, ১৮:১, ১৯:১, ২১:২৫)। কিন্তু তাদের উপরে লোকেরা ঈশ্বরভক্ত কোন রাজা চায়নি। তারা অন্য জাতির মত একজন রাজা তাদের উপরে চেয়েছিল। এই কারণে শৌল মনোনীত হয়েছিল। সে ছিল খুবই লম্বা ও দেখতে ছিল রাজার মত। আদমের মত, ঈশ্বরের লোকদের প্রথম "রাজা", শৌল, ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল এবং এই কারণ সমুদয় জাতিকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল (শমুয়েল ১৩:৮-১৪ ও ১৫:১০-১১)। দায়ূদ ছিলেন ইস্রায়েলের উপরে ঈশ্বর মনোনীত রাজা (১শমুয়েল ১৩:১৪ ও ১৬:১, ১২-১৩)। দায়ূদ ছিলেন ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজত্ব করেছিলেন। ২শমুয়েল ৭:১-১৭ পদে দায়ূদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এটিকে কখনও কখনও দায়ূদবিষয়ক নিয়ম-পত্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এই প্রতিজ্ঞাটি ছিল এরূপ যে দায়ূদের পুত্রগণের মধ্যে একজন চিরকাল ঈশ্বরের সিংহাসনে বসবেন এবং ঈশ্বর এই পুত্রের সঙ্গে থাকবেন এবং তাঁর থেকে তাঁর প্রেম কখনও সরে যাবে না। এই পুত্র ঈশ্বরের পুত্র হবেন ও ঈশ্বর তাঁর পিতা হবেন। যীশু "দায়ূদের পুত্র" রূপে আখ্যায়িত (মথি ১:১ পদ দেখুন) কারণ তিনি দায়ূদের বংশধর এবং সেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যে সিংহাসনে দায়ূদ বসেছিলেন। ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্ট রূপে ও হিব্রু ভাষায় মশীহ রূপে আখ্যায়িত। এই দুটি শব্দ একই বিষয় উল্লেখ করছে। নূতন নিয়মে এই উভয় শব্দ খ্রীষ্টের প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে (যোহন ১:৪১ ও ৪:২৫ পদ দেখুন)। নূতন নিয়মের প্রারম্ভে, যীশু খ্রীষ্ট রূপে আখ্যায়িত হলে লোকেরা বিস্মিত হয়েছিলেন (লূক ৩:১৫ যদ দেখুন)। তারা পুরাতন নিয়ম থেকে জেনেছিলেন যে খ্রীষ্ট আসছেন। তারা জানত না যে যীশুই খ্রীষ্ট কি না। যীশু যে খ্রীষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ দিলেন অসংখ্য অলৌকিক কার্য্য দ্বারা (যোহন ২০:৩০-৩১ পদ দেখুন)। প্রেরিতগণ তাদের ধর্ম্মিয় উপদেশে ও পত্রে এসব বর্ননা দিয়েছেন যে যীশু নামের সাথে খ্রীষ্ট উপাধি "সংযুক্ত" করার দ্বারা যীশু হলেন খ্রীষ্ট। এরূপে, তাঁরা যীশুকে "যীশু খ্রীষ্ট" অথবা "খ্রীষ্ট যীশু" রূপে আখ্যায়িত করেন (প্রেরিত ২:৩৮ ও ৩:৬, ২৪:২৪ ও রোমীয় ২:১৬ পদ দেখুন)। এভাবে প্রেরিতগণ, যীশু নাম ব্যবহার করে ঘোষণা করেছিলেন যে আমরা খ্রীষ্টের দেখা পেয়েছি। লোকদের আর বেশী বিস্মিত হওয়ার প্রয়োজন নেই যে তিনি কে। প্রেরিতগণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘোষণা করেন যে নাসরতীয় যীশুই হলেন সেই খ্রীষ্ট।

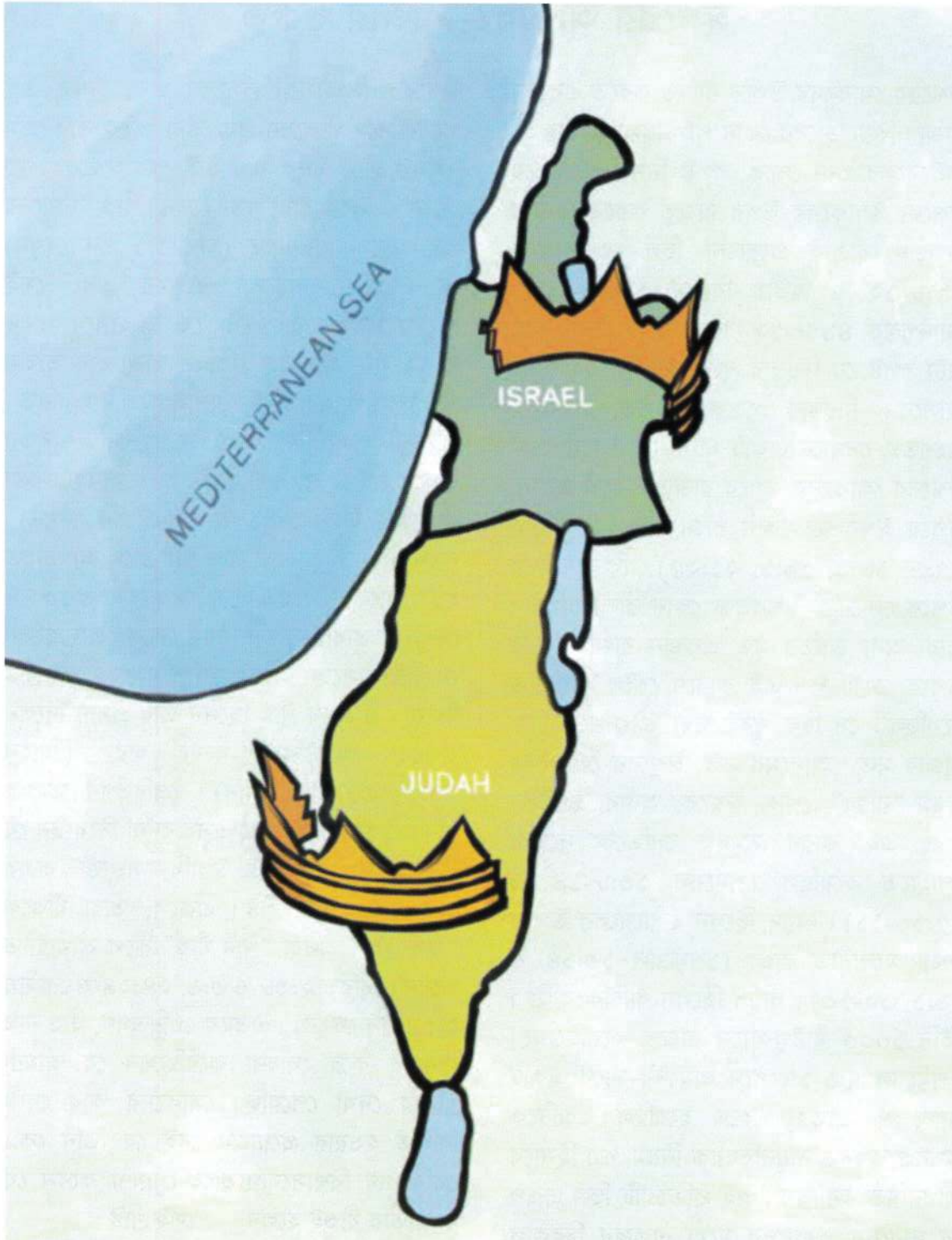
MEDITERRANEAN SEA
ISRAEL
JUDAH

ইস্রায়েলের এক জাতি দুই জাতিতে বিভক্ত হলো

পাপের কারণে, ইস্রায়েলের এক জাতি দুই জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল। এই ঘটনা ঘটেছিল দায়ূদের পৌত্র রহবিয়মের রাজত্বকালে (১রাজাবলি ১২ অধ্যায় দেখুন)। এটি ৯৩০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ঘটেছিল। এখন ঈশ্বরের লেকেরা "দুই" দল হলো – ইস্রায়েল নামে এক জাতি (উত্তর অংশে) এবং যিহুদা নামে অন্য জাতি (দক্ষিণ অংশে)। রহবিয়ম, দায়ূদের পৌত্র, দক্ষিণাংশে যিহুদাতে রাজত্ব করতেন। যারবিয়াম নামে এক জন মানুষ যিনি দায়ূদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন না, তিনি উত্তরাংশে ইস্রায়েলে রাজত্ব করতেন। বিশ্বস্তলোকের অবশিষ্টাংশ ব্যতীত, এই দুই জাতি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে নাই। উভয় জাতি মহা পাপে লিপ্ত ছিল। দায়ূদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি যিহুদার রাজা রূপে স্বীকৃত ছিলেন। ইস্রায়েলে তদ্রূপ ছিল না। যিহুদার অংশেই মন্দির অবস্থিত ছিল। যা যিরূশালেমে অবস্থিত ছিল। কারণ ইস্রায়েলের প্রথম রাজা (যার নাম যারবিয়াম) দক্ষিণাংশে যিরূশালেমে লোকদের আরাধনার জন্য যেতে অনুমতি দিত না, সে আরাধনার জন্য ইস্রায়েলের দক্ষিণ ও উত্তরাংশে একটি করে স্বর্ণের গোবৎস স্থাপন করেছিল। সে বলল যে এই দুটি গোবৎস সেই দেবতা যারা ইস্রায়েলকে মিশর হতে এনেছিল (১রাজাবলি ১২:২৫-৩৩ পদ দেখুন)। এটা ছিল মহা পাপ। অনেক ভাববাদী তাদের সতর্ক করলেও এবং ঈশ্বর তাদের প্রতি মহা করুণা দেখালেও ইস্রায়েল কখনও এই পাপ থেকে ফিরে আসে নাই। এই কারণ তারা পরাজিত হলো ও ছিন্নভিন্ন হলো। ঈশ্বরের এই বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন লোকদের একত্রিত করতে খ্রীষ্ট আনীত হয়েছিলেন। তাদের এই ভিন্ন ভিন্ন নেতারা খুব বেশী দিন স্থায়ী ছিল না। তিনিই হলেন ঈশ্বরের জাতির একমাত্র রাজা। (যিহিস্কেল ৩৪:২৩, ৩৭:২২-২৮, ও হোশেয় ১:১১ পদ দেখুন)।

ভাববাদীগণের বিশেষ কার্য্য

পাপের কারণে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে ভাববাদীগণকে পাঠাতেন। ভাববাদীগণ ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যখন তারা কথা বলতেন, এটা ঈশ্বরের বাণী রূপে ঘোষিত হতো। যখন তারা অলৌকিক কার্য্য সাধন করতেন, তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতা লোকদের মনে করিয়ে দিত এবং ঈশ্বরের লোকদের প্রতি অনুগ্রহ আনায়ন করত। ভাববাদীদের প্রাথমিক কাজ ছিল ঈশ্বরের লোকদের প্রতি "ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর" রূপে কার্য্য সাধন করা। তারা নিয়ম-পত্রের বিষয় লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতেন ও তাদের অনুতাপ করতে আহ্বান জানাতেন। তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কথা বলতেন যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের তাদের পাপ ও তাদের সকল শত্রু থেকে চুড়ান্ত ও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করবেন। মালাখি ছিলেন শেষ ভাববাদী। তিনি ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কার্য্যরত ছিলেন। এরূপে "ভাববাদীর কাল" সমাপ্ত হয়েছিল। ভাববাদীগণ জানতেন যে তারা খ্রীষ্ট সম্পর্কে লিখেছিলেন। তারা আরও জানতেন যে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লাভের জন্য এসব লিখেছিলেন। (মথি ১৩:১৫, লূক ১:৬৭-৬৯, যোহন ৮:৫৬, ইব্রীয় ১১:১৩, ও ১পিতর ১:১০-১২)।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-২২ পদে মোশি ভাববাদীগণের কার্য্য বর্ননা করেছেন। ঐ শাস্ত্রাংশে তিনি "ভাববাদী" সম্পর্কে কথা বলেছেন। এটি খ্রীষ্টকে নির্দেশ করছে (প্রেরিত ৩:১৭-২৬ পদ দেখুন)। খ্রীষ্ট সকল ভাববাদীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাদের বাক্যগুলি ও কার্য্যগুলি তারা যা করেছেন ও বলেছেন তার একটি প্রতিফলন ছিল। ঠিক একইভাবে ঈশ্বরের সকল লোকেরা প্রথম ভাববাদীগণের যুগে বাস করতেন যারা তাদের বাক্য পালন করত, সব লোকেরা খ্রীষ্টকে মান্য করত কারণ তিনি ঈশ্বর প্রেরিত "ভাববাদী" ছিলেন যিনি ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। যারা খ্রীষ্টের কথা শুনবেনা তারা দন্ডপ্রাপ্ত হবে।

MEDITERRANEAN SEA
ISRAEL
JUDAH

ইস্রায়েলের ভাববাদীগণ ও যিহূদার ভাববাদীগণ

কোন কোন ভাববাদী প্রাথমিকভাবে সরাসরি তাদের বাণীগুলি ইস্রায়েলের লোকদের কাছে বলতেন। কোন কোন ভাববাদী প্রাথমিকভাবে সরাসরি যিহূদার লোকদের কাছে তাদের বাণীগুলি বলতেন। (কোন কোন সময় তাদের বাণীগুলি সেই লোকদের বলা হতো যারা অন্য দেশে বাস করত।) যাহোক, তাদের প্রথম শ্রোতামন্ডলী হয় যিহূদা অথবা ইস্রায়েলে বাস করত, বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানগণ যারা সমুদয় পৃথিবী ব্যাপী বাস করছে তারা ভাববাদীগণকে অবজ্ঞা করতে পারে না। ভাববাদীগণ, তাদের লেখার মাধ্যমে, আজও তারা খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে কথা বলছেন। তাদের বাণীগুলি যত্নসহকারে মান্য করা ও পালন করা প্রয়োজন। ভাববাদীগণ জানতেন যে তারা মানুষের জন্য লিখেছেন যারা তারপরেও জীবিত ছিলেন (১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)। এরূপে, তারা জানতেন যে তাদের লেখাগুলি ইস্রায়েলের জন্য বা যিহূদার জন্য যথার্থ ছিল না। সকল মানুষের দ্বারা সেগুলি পাঠ করা ও মান্য করা হতো।

কোন কোন ভাববাদী তাদের কার্য্য দ্বারা পরিচিত হতেন, তাদের বাক্য দ্বারা নয় যা তখন লিখিত হয়েছিল এবং ক্যাননে স্থান পেয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এলিয় ও ইলিশায় উভয়েই ইস্রায়েলে ভাববাণী বলতেন। কিন্তু তাদের ধর্ম্মোপদেশ তাদের নাম বহন কারী পুস্তকে লিখিত নাই। তা ছাড়া তাদের কার্য্যের উপরে রাজার লেখকেরা কেন্দ্রীভুত ছিলেন। তাদের ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা তাদের কার্য্যগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটি কারণে তারা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে তারা খ্রীষ্টের প্রতীক স্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী, বিধায়, এই ভাববাদীগণের কার্য্য তাঁর কার্য্যের অস্পষ্ট প্রতিফলনের অভিপ্রেত ছিল। জগতে মন্ডলীর করণীয় কি হওয়া আবশ্যক সেটিও প্রতিফলিত হলো। যাহোক, অন্য ভাববাদীদের জন্য বিপরীতটি সত্য। তাদের সাধিত যে কোন কার্য্য অপেক্ষা তাদের বাণীগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নীচে বর্ননা করা ভাববাদীগণের "লিখিত" নাম যা "ভাববাদীগণ" নামে আখ্যাত শাস্ত্রলিপির বিভাগে ও তারা যে দেশে প্রাথমিকভাবে কথা বলতেন সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। (এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেরা যারা "লিখিত দলিল" পুস্তকগুলি লিখেছিলেন, তারাও ভাববাদীগণ রূপে সকল বিষয় বর্ননা করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রেরিত ২:২৯-৩০ পদে দায়ূদকে ভাববাদী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি যদিও তিনি ভাববাদী ছিলেন, অন্য ভাববাদীগনের সাথে "ভাববাদীগণের পুস্তকে" দায়ুদের লেখাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল না)।

ইস্রায়েলের ভাববাদীগণ

আমোষ
হোশেয়
যোনা
নহুম
ওবদিয়

যিহূদার ভাববাদীগণ

যোয়েল
যিশাইয়
মীখা
হবক্কুক
সফনিয়
যিহিস্কেল

নির্বাসন থেকে ফিরে আসার পর ভাববাদীগণ

হগয়
সখরিয়
মালাখি

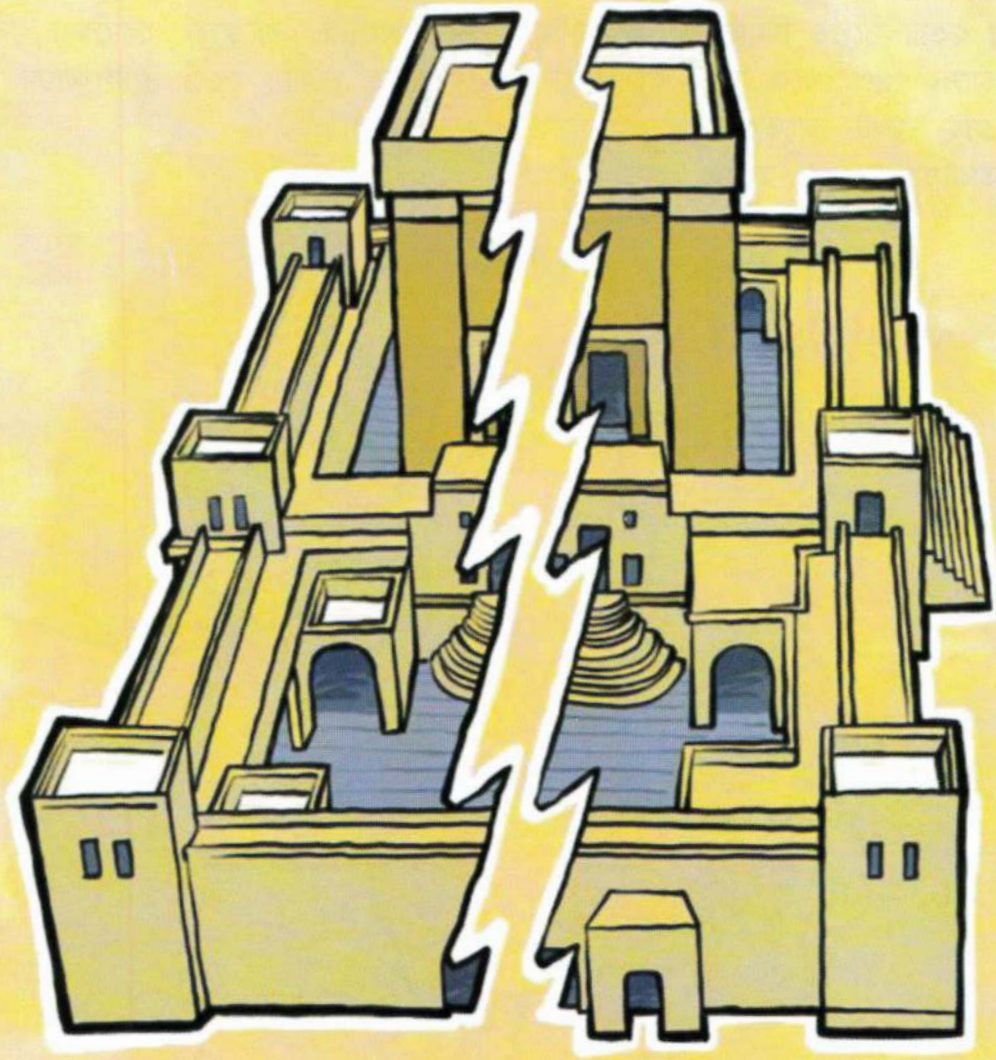

৫৮৬

১০০০ ৯৩০ ৭২৩ ৬০৫

১২০০ - ৩০০০ | ৯৩০ - ১০১০ | ৬২৬ - ৮৭০ | ৫৩৯ - ৬২৬ | ৩২৩ - ৫৩৯ | ১৪৬ - ৩২৩ | ১৪৬ - নূনি

মন্দিরের ধ্বংস সাধন

শলোমন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মন্দির ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ধ্বংস হয়েছিল। এই মন্দিরকে কখনও কখনও শলোমনের মন্দির রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এভাবে, ঈশ্বর-নির্দেশিত "স্থান" আর থাকল না যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের ভজনা করতে পারে ও পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। এটিই প্রথম বার নয় যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের বাসস্থানে গিয়ে আর ঈশ্বরের ভজনা করতে পারল না। এটি সত্য হয়েছিল যখন আদম ও হবা এদন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ৫১৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মন্দির পূনঃনির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরও ৭০ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংস হয়েছিল। কখনও কখনও এই সময়কে দ্বিতীয় মন্দিরের কাল রূপে আখ্যায়িত করা হয়। যাহোক, যদিও আজ যিরূশালেম সেই মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই, সেখানে ঈশ্বর নির্দেশিত একটি মন্দির আছে যেখানে লোকেরা ঈশ্বরের ভজনা করতে আসে। যীশু স্বয়ং এই ঈশ্বর নির্দেশিত মন্দিরের কোণের প্রস্তর। লোকেরা তাঁর কাছে আসে সুস্থ হতে, পাপের ক্ষমা পেতে, ও ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা করতে। যারা "তাহাতে" আছে তারা এই মন্দিরের পাথর সদৃশ্য। **যোহন ২:১৮-২২, ইফিষীয় ২:১৮-২২, ও ১ পিতর ২:৪-৮ পদ** দেখুন)। খ্রীষ্টের মন্দির ও মন্ডলী তৃতীয় মন্দির রূপে উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃত ও চুড়ান্ত মন্দির কখনও ধ্বংস হবে না। আদি মন্দিরের সবগুলি খ্রীষ্টের প্রকৃত মন্দির ও মন্ডলীর **নিদর্শন** ছিল। অর্থাৎ তারা প্রকৃত মন্দিরের মত ছায়ার সদৃশ্য ছিল।

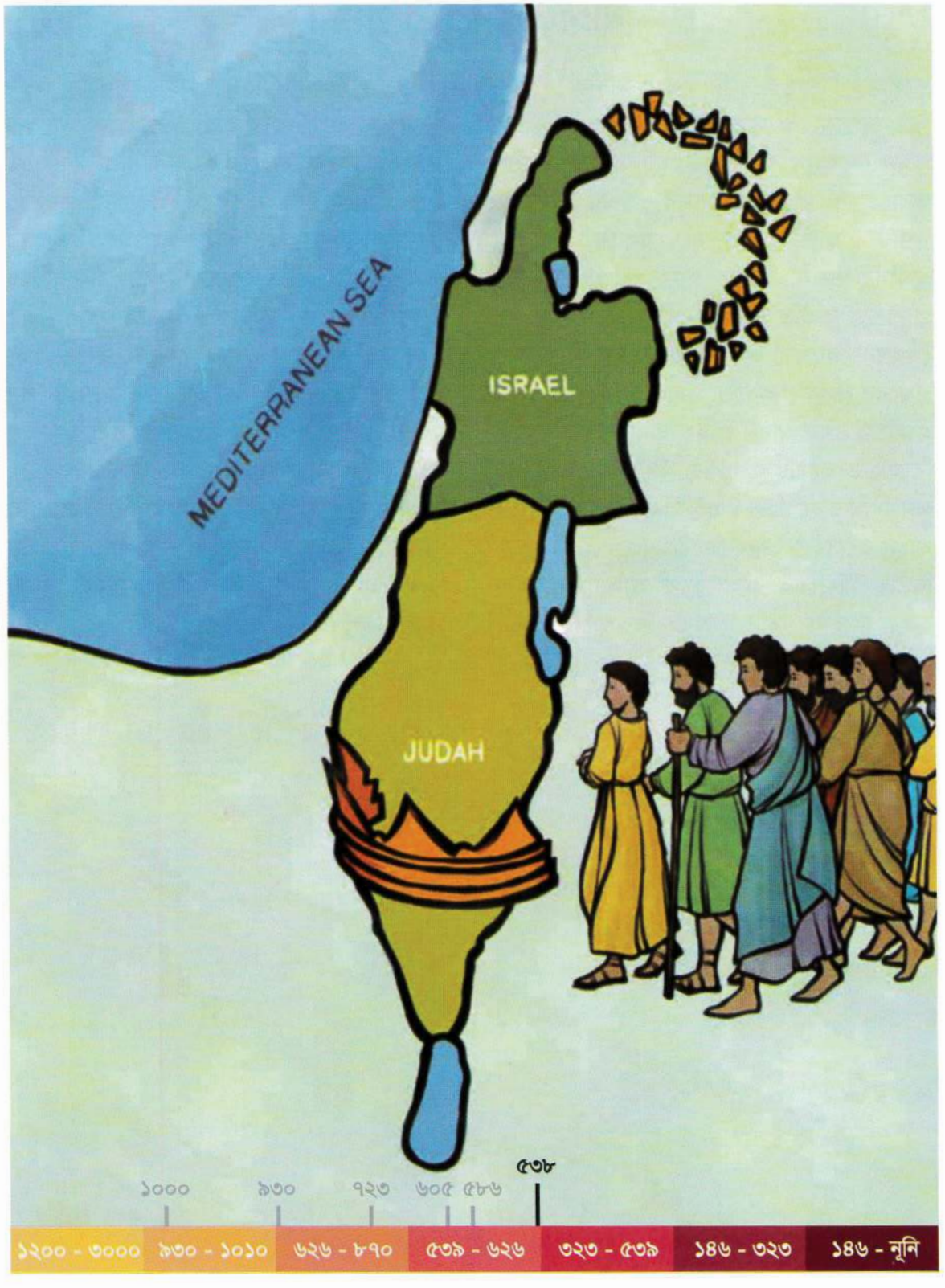
MEDITERRANEAN SEA
ISRAEL
JUDAH
১০০০
৯৩০
৭২৩
৬০৫
৫৮৬
৫৩৮
১২০০ - ৩০০০
৯৩০ - ১০১০
৬২৬ - ৮৭০
৫৩৯ - ৬২৬
৩২৩ - ৫৩৯
১৪৬ - ৩২৩
১৪৬ - নুনি

বন্দিত্ব থেকে প্রত্যাগমন

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৩৮ অব্দে, লোকেরা বন্দিত্ব থেকে ফিরে এসেছিল। যদিও ঈশ্বরের জাতিকে তাদের উত্তম স্থানে ফিরিয়ে আনার এটি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রারম্ভিক পর্য্যায় ছিল, তথাপি এটা ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন সকল লোকদের ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা সাধন ছিল না (**দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৫-৩১** ও **৩০:১-১০ পদ** দেখুন)। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞা চুড়ান্তভাবে পূর্ণতা সাধিত হয়েছে (প্রেরিত **১৩:৩২-৩৩ পদ দেখুন**)। খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের কারণে, ঈশ্বরের ছিন্নভিন্ন লোকেরা আজও সংগৃহিত হয়ে একত্রিত হচ্ছে। যখন ঈশ্বরের লোকদের শেষ জন সংগৃহিত হয়ে একত্রিত হবে তখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন ও তাঁর রাজ্য পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

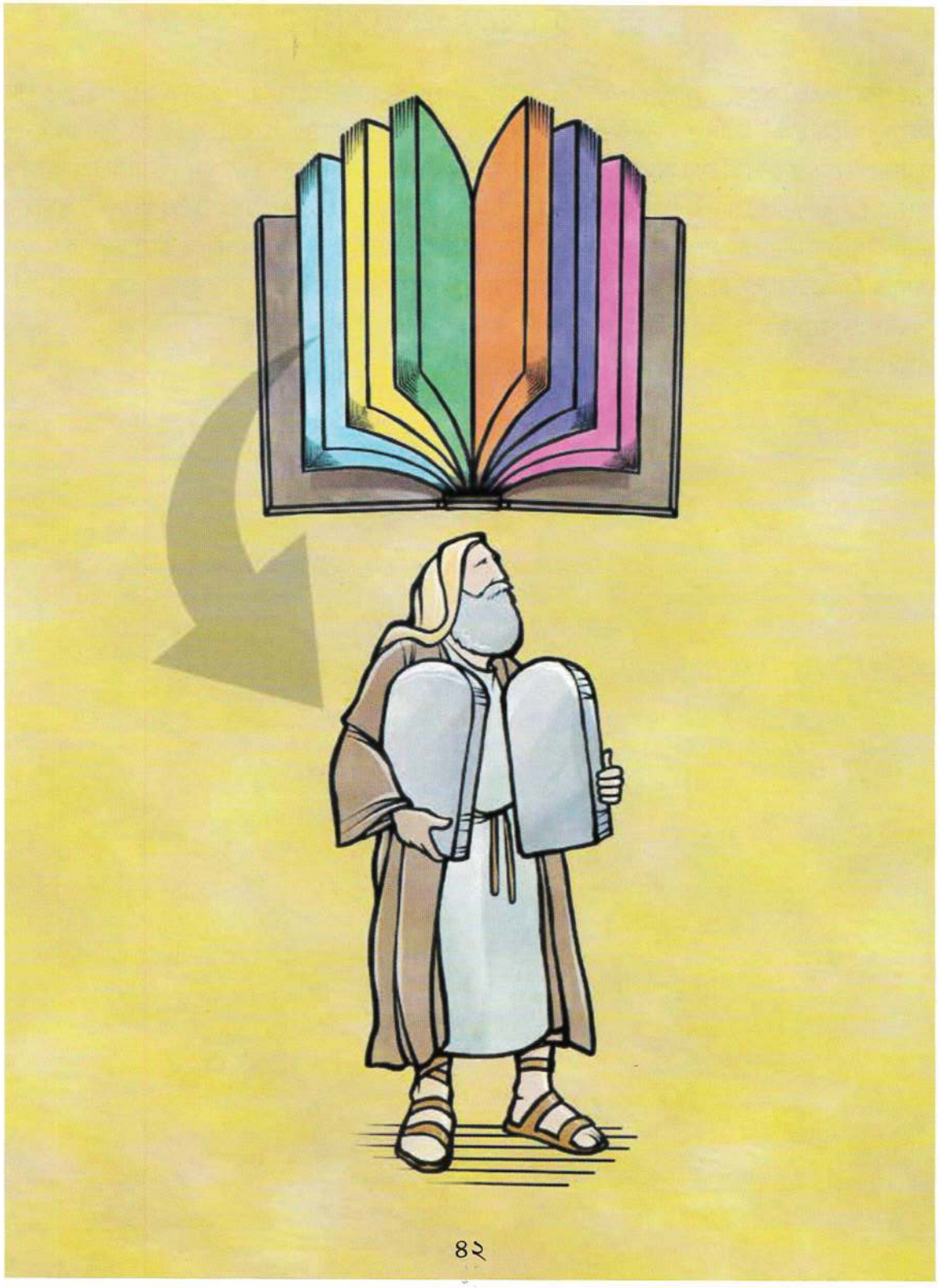

পুরাতন নিয়মের প্রথম বিভাগ ব্যবস্থাপুস্তক রূপে আখ্যায়িত

যীশু তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিষয় উল্লেখ করলেন এখন যাকে আমরা পুরাতন নিয়ম বলি (**লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৪-৪৮ পদ** দেখুন)। এমনকি যদিও তাঁর পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সাথে একটি পুস্তক ছিল না, তিনি শাস্ত্রলিপিকে একটি পুস্তক রূপে উল্লেখ করেছিলেন, এবং এটা স্পষ্ট যে তিনি শাস্ত্রলিপির মধ্যে তিনটি বিভাগ স্বীকার করেছিলেন। কেননা যীশুর কাছে পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সাথে একটি পুস্তক ছিল না কারণ তখনকার সময়ে শাস্ত্রলিপি চামড়ার জড়ানো পুস্তকে লেখা হতো। পুরাতন নিয়মের লিখিত সকল বিষয় ধারণ করবার মত চামড়ার জড়ানো পুস্তক যথেষ্ট লম্বা ছিল না। প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণে লূকের কথার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, এটা স্পষ্ট যে পৌল শাস্ত্রলিপিতে তিনটি বিভাগ স্বীকার করেছিলেন (**প্রেরিত ২৪:১৪ ও ২৮:২৩ পদ** দেখুন)।

বাইবেলের প্রথম বিভাগকে ব্যবস্থা পুস্তক বলে। ব্যবস্থা পুস্তকে পাঁচটি পুস্তক আছে: আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, ও দ্বিতীয় বিবরণ। এই পুস্তকগুলিকে কখনও কখনও মোশির পুস্তক পেন্টাটিউক রূপে আখ্যায়িত করা হয়। পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম উভয়ের লেখকগণ বলছেন যে মোশি ব্যবস্থা পুস্তকের লেখক। বাইবেলের অন্য পাঁচটি বিভাগ থেকে ব্যবস্থা পুস্তক ভিন্ন, কারণ ব্যবস্থা পুস্তক থেকে অন্য সকল পাঁচটি বিভাগ উপকরণ সংগ্রহ করে লিখিত হয়েছে। কারণ, ব্যবস্থা পুস্তকই প্রথম, কেননা পরবর্তী কোন শাস্ত্রলিপির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি। বরং, এখান থেকেই অবশিষ্ট শাস্ত্রলিপিতে উদ্ধৃতি (বা নির্দেশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

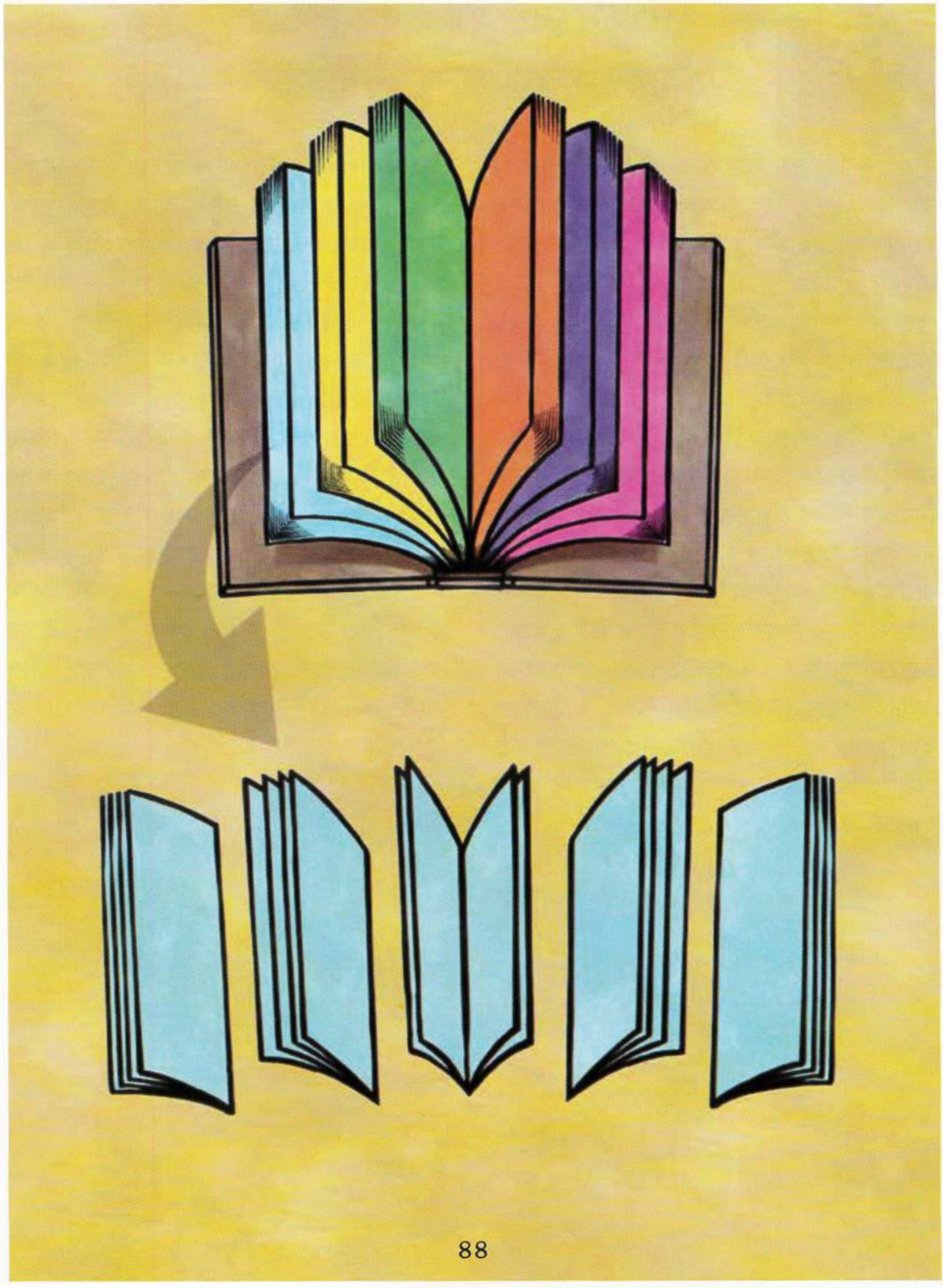

ব্যবস্থা পুস্তকের প্রত্যেকটির একটি উপসংহার

আদিপুস্তক - এই পুস্তকে সৃষ্টি, মানবজাতির পতন, এদন উদ্যানের বাইরে জীবন-যাত্রা, বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবন, ও অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের বিশেষ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা। অব্রাহামের প্রপৌত্রের বর্ননা দিয়ে পুস্তকটির সমাপ্ত করা হয়েছে।

যাত্রাপুস্তক - এই পুস্তক ইস্রায়েলের মিশরে জীবন যাপন ও মিশর থেকে মুক্তি এবং সমাগম তাম্বু নির্ম্মাণ যাজকত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ননা করা হয়েছে। যাত্রাপুস্তকে (ও মোশির বাকী পুস্তকগুলি) প্রধান চরিত্র হলেন মোশি।

লেবীয় পুস্তক - এই পুস্তক ব্যবস্থা বিষয়ক সংক্রান্ত। এটা সাধারণতঃ যাত্রাপুস্তকে সমাগম তাম্বু নির্ম্মিত হওয়ার ও যাজকত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনুসরণ করা হয়। এই পুস্তক লিখিত হয়েছিল যখন ইস্রায়েলীয়রা সীনয় পর্ব্বতে ছিল (**লেবীয় পুস্তক ২৫:১, ১৬:৪৬** ও **২৭:৩৪ পদ** দেখুন)। এভাবেই প্রান্তরে ৪০ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছিল। গণনাপুস্তক সম্পর্কে এই সময়ে কথা বলা হয়েছে।

গণনাপুস্তক - এখানে প্রান্তরের ৪০ বৎসরের কার্য্যের বর্ননা আছে।

দ্বিতীয় বিবরণ - এখানে মোশির মৃত্যুর তাৎক্ষণিক পূর্ব্বের ধর্ম্মোপদেশ ও ইস্রায়েলীয়দের যর্দ্দন নদী পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের পূর্ব্বের বর্ননা আছে।

ব্যবস্থার লেখক ও সম্পাদক

মোশি ব্যবস্থার লেখক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ)। মোশি গীতসংহিতা ৯০ অধ্যায়ও লিখেছেন। সম্ভবতঃ ইস্রায়েলীয়রা সূফ সাগর পার হওয়ার পর যখন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় বিস্ময়াপন্ন হচ্ছিল তখন তিনি এই পাঁচটি বৃহৎ পুস্তক লিখেছিলেন। মোশি ছিলেন এক জন বিশ্বস্ত মানুষ (**ইব্রীয় ১১:২৩-২৮ পদ** দেখুন)। তিনি খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে জানতেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, এবং তাঁর আগমনে তার বিশ্বাস থাকার কারণে তিনি দুঃখভোগের জীবন মনোনীত করেছিলেন (**যোহন ১:৪৫, ১ পিতর ১:১০-১২** ও **ইব্রীয় ১১:২৩-২৮ পদ** দেখুন)। ১ পিতর ১:১০-১২ পদের উপর ভিত্তি করে এটা বোঝা যায়। মোশি জানতেন যে তার লেখাগুলি ঈশ্বরের জাতির পরবর্তী প্রজন্ম কর্তৃক ব্যবহৃত হবে ও তাদের খ্রীষ্টের প্রতি চালিত করতে সাহায্য করবে।

মোশির লেখাগুলি মোশির মাধ্যমে ঈশ্বরের জাতির প্রতি ঈশ্বর প্রদত্ত দান (**ইষ্রা ৭:৬ পদ** দেখুন)। বস্তুতঃ পুরাতন নিয়ম থেকে এটা স্পষ্ট যে মোশি হলেন লেখক (**১ রাজাবলি ২:৩, ১৪:৬, ২বংশাবলি ৮:১৩, ২৩:১৮. ২৫:৪, ৩৪:১৪, ৩৫:১২, ইষ্রা ৬:১৮, ৭:৬, নহিমিয় ১:৮-৯, ১৩:১, দানিয়েল ৯:১১, ১৩ পদ** দেখুন) এবং নূতন নিয়মে (*মথি ১৯:৭, ২২:২৪, মার্ক ১:৪৪, ৭:১০, ১২:১৯, লূক ১৬:২৯, ৩১, ২০:৩৭, ২৪:৪৪, যোহন ১:১৭, ৪৫, ৫:৪৫-৪৬, ৭:১৯-২৩, ৮:৫, ৯:২৮-২৯, প্রেরিত ৩:২২, ১৫:২১, ২৬:২২, ২৮:২৩, ২করিন্থীয় ৩:১৫,* ও **ইব্রীয় ৭:১৪ পদ** দেখুন)। কখনও কখনও ব্যবস্থা পুস্তককে "মোশির পুস্তক" হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় (**নহিমিয় ১৩:১ পদ দেখুন**)।

যাহোক, যদিও মোশিকে ব্যবস্থার লেখক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তবে তিনি ব্যবস্থার প্রতিটি শব্দ লেখেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তিনি **দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩** অধ্যায় লেখেননি কারণ **৩৩:১** পদে তার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ অধ্যায় তার মৃত্যুর বিষয় লেখা হয়েছে। তিনি এই শব্দগুলি লেখেননি। এটাই প্রমাণিত যে একজন সম্পাদকের বাক্যগুলি হলো ব্যবস্থা পুস্তক (**আদিপুস্তক ১২:৬, ১৩:৭, ও ৩৬:৩১ পদে** সম্পাদকের ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য দেখুন)। এই সম্পাদকও ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন ও সেখানে ছিলেন। মোশির মত, তিনিও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তিনিও তদ্রূপ ছিলেন। মোশির মত খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মোশির মৃত্যুর পর এই সম্পাদক অনেক কিছু লিখেছিলেন। **দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১০ পদ** অনুসারে, তিনি ইস্রায়েলের ভাববাদীগণের বিষয় মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করেছিলেন যারা মোশির পরে আসবে এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে মোশির মত কেহই ছিল না কারণ কেহই মোশির মত ঈশ্বরের সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে ঈশ্বরকে জানে নাই। সম্পাদক **দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯ পদ** সম্পর্কে ভাববাদী মোশির কথার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এটি ছিল অন্য একজন ভাববাদী সম্পর্কে ভাববাণী যিনি আসবেন। সম্পাদক চেয়েছেন যেন তার পাঠকগণ জানতে পায় যখন তিনি ব্যবস্থা পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের শব্দগুলি লিখেছেন, সেই ভাববাদী তখনও আসেননি। সম্পাদক ছিলেন বিশ্বস্ত লোক! তিনি লোকদের সেই ভাববাদীর জন্য অপেক্ষা করতে আহ্বান জানালেন যিনি ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে জানবেন! এই অধ্যায়গুলিতে ভাববাদী যীশু সম্পর্কে বলা হয়েছে (**যোহন ১:১৭-১৮** ও **প্রেরিত ৩:২২-২৩ পদ** দেখুন)।

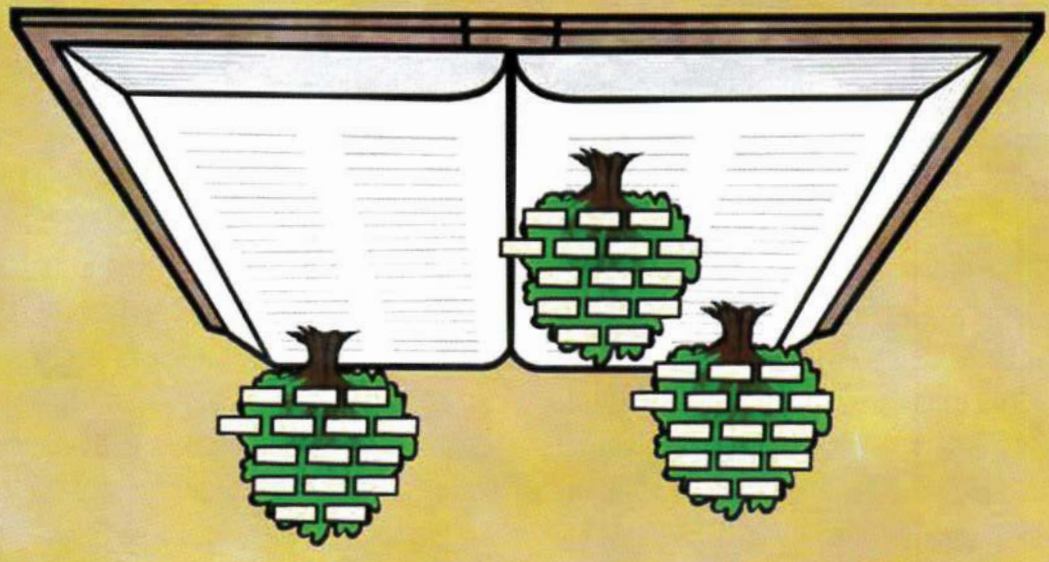

কিভাবে মোশি বংশতালিকা ব্যবহার করে আদিপুস্তক ভাগ করেছিলেন

যখন মোশি আদিপুস্তক লিখেছিলেন তখন তিনি অধ্যায় সংখ্যা (বা পদ সংখ্যা) ভাগ করে ব্যবহার করেননি। আদিপুস্তক লিখিত হওয়ার এক হাজার বৎসর পর এগুলি যুক্ত করা হয়েছিল। বরং, মোশি **বংশতালিকা** ব্যবহারের দ্বারা আদিপুস্তক ভাগ করেছিলেন। এভাবেই **আদিপুস্তক ২:৪** পদে প্রথম বংশতালিকা ব্যবহার করা হয়: "সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্ম্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই"। এই স্থানে একটি বংশতালিকা সন্নিবেশিত করার দ্বারা, মোশি এটা বর্ননা করলেন যে তিনি এই পুস্তকে একটি নূতন "অধ্যায়" শুরু করছেন। এই নির্দিষ্ট অধ্যায়টি "আকাশমন্ডল ও পৃথিবী" সম্পর্কে। **আদিপুস্তক ১:১-২:৩** মোশির গ্রন্থের ভূমিকা। **আদিপুস্তক ২:৪** পদেও শুরুতে তার প্রথম "অধ্যায়" শুরু হয়েছে। **আদিপুস্তক ৫:১** পদে মোশির সন্নিবেশিত অন্য বংশতালিকা। আদিপুস্তকে এটি নূতন "অধ্যায়" হিসাবে শুরু হয়েছে। এই "অধ্যায়" **আদিপুস্তক ৬:৮** পদে সমাপ্ত হয়েছে। এটিই প্রমাণ, কারণ মোশি **আদিপুস্তক ৬:৯** পদে একটি নূতন "অধ্যায়" শুরু করেছেন। **আদিপুস্তক ১০:১, ১১:১০, ১১:২৭, ২৫:১২, ২৫:১৯, ৩৬:১ ও ৩৭:২ পদ** দেখুন।

প্রারম্ভিক ঘটনাগুলি পাঠকদের পরবর্তী ঘটনাগুলির জন্য প্রস্তুত করে

লোকদের একটি ক্ষুদ্র দলকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবস্থায় ঘটনাগুলির অনেক বর্ননা দেওয়া হয়েছে। যাহোক, পরবর্তী ঘটনাগুলিতে অধিক সংখ্যক লোককে অন্তর্ভুক্ত করায় এই ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ দ্বিগুণ হয়ে থাকে। মোশির পুস্তকের মধ্যে সংঘটিত পরবর্তী ঘটনাগুলির **ভবিষ্যতের ইঙ্গিত** রয়েছে। একটি ঘটনা হলো অন্যান্য ঘটনার একটি ক্ষুদ্র চিত্র যা ঘটতে যাচ্ছে। মোশি এটা স্পষ্ট করলেন যে তিনি চান যেন তার পাঠকগণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখতে পান কারণ তিনি ঘটনাগুলি বর্ননা করার সময় **সমার্থক শব্দগুলি** ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, **দুর্ভিক্ষের** কারণে অব্রাহাম **মিশর** ভ্রমণ করেছিলেন। ফরৌণ অব্রহামের স্ত্রীকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যদি সেটা ঘটত, তবে অব্রাহামের মাধ্যমে ঈশ্বর যে একটি জাতি তৈরী করবার পরিকল্পনা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যেত। **ফরৌণ কর্ত্তৃক অব্রাহামকে মিশর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো** কারণ **ঈশ্বর ফরৌণ ও তার পরিবারের উপরে ভারী ভারী উৎপাত ঘটালেন**। অব্রাহাম প্রচুর **ধন-সম্পদ** নিয়ে মিশর থেকে চলে আসলেন (**আদিপুস্তক ১২:১০-১৩:১**)। মিশরে অব্রাহামের অভিজ্ঞতা ও মিশর থেকে তার যাত্রা পরবর্তীতে ঘটবে এমন ঘটনার ক্ষুদ্র চিত্র স্বরূপ ছিল যখন ইস্রায়েল জাতি মিশর থেকে মুক্ত হয়ে বের হয়ে এসেছিল (**যাত্রাপুস্তক ১-১৪**)। মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতির প্রস্থানের ঘটনায় ইস্রায়েল জাতি অভিজ্ঞ হলো, যদিও এমন কি এই ঘটনায় প্রচুর সংখ্যক লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা খ্রীষ্টের কার্য্য সাধনের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ঈশ্বরের জাতিকে সংগৃহিত করার – এক মহা যাত্রার ভবিষ্যতের ইঙ্গিত স্বরূপ। অতএব, অব্রাহামের ক্ষুদ্র চিত্রটি ছিল একটি মহা যাত্রার ঘটনার চিত্র যা খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের জাতিকে উদ্ধারের একটি শেষ চিত্র।

মোশির পুস্তকে এরূপ অনেক, অনেক ঘটনা আছে। বর্তমানে ঈশ্বরের জাতির জন্য এই প্রারম্ভিক ঘটনাগুলির এক মহা তাৎপর্য্য আছে। **প্রারম্ভিক ঘটনাগুলি** ঈশ্বরের জাতির **বিশ্বাস সুদৃঢ় করছে** যেন তারা সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বর তাঁর জাতিকে মুক্ত করার প্রারম্ভিক ঘটনাগুলি ব্যবস্থা পুস্তকে বর্ননা করেছেন, পরিবর্তী শাস্ত্রলিপিতে শেষ ঘটনাগুলিতে বর্ননা করা হয়েছে যে তিনি তাঁর জাতিকে অবশ্যই মুক্ত করবেন।

GENESIS 1-11 | GENESIS 15-50 | EXODUS - DEUTERONOMY

BOOK OF MOSES

দুইটি জীবনচরিত

মোশির পুস্তক কোন না কোন ভাবে দুইজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনা করা যায়: অব্রাহাম ও মোশি। সাহিত্য যা একজন ব্যক্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট তাকে জীবনচরিত বলে। এভাবেই, মোশির পুস্তক দুইটি জীবনচরিত দ্বারা একটি পুস্তক রূপে বিবেচিত হতে পারে। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই পুস্তকটি লিখিত হয়েছে যেন পাঠক এই দুইজন মানুষের জীবন তুলনা করতে পারেন এবং তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আদিপুস্তক ১-১১ অধ্যায় এই দুইটি জীবনচরিতের ভুমিকা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি ঠিক একজন ব্যক্তি সম্পর্কে নয়। বরং, সমুদয় জগৎ সম্পর্কে। গ্রন্থের এই ভুমিকা বর্ননা করছে যে মোশির পুস্তকের মূল দুইটি জীবনচরিত সমুদয় জগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর কেবল ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর নন। তিনি সকল মানুষের ঈশ্বর।

আদিপুস্তক ১২-৫০ অধ্যায় অব্রাহাম ও তার পরিবার সংক্রান্ত। এটি এই বর্ননা করছে কারণ আদিপুস্তক ১২ অধ্যায় অব্রাহামকে আহ্বান দিয়ে শুরু হয়েছে এবং আদিপুস্তক ৫০ অধ্যায় যোষেফের মৃত্যু দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে, যিনি ছিলেন অব্রাহামের প্রোপৌত্র।

দ্বিতীয় বিবরণের মাধ্যমে যাত্রাপুস্তক মোশির দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। এটা এই বর্ননা করছে কারণ মোশির জন্ম দিয়ে যাত্রাপুস্তক শুরু হয়েছে এবং তার মৃত্যু দিয়ে দ্বিতীয় বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে।

জীবনচরিত ১ - অব্রাহাম বিশ্বাস দ্বারা যুক্ত হয়েছেন যেহেতু তিনি ব্যবস্থা প্রদানের আগে বেঁচে ছিলেন, মোশি তার প্রতিকৃতি স্বরূপ যিনি ব্যবস্থা রক্ষা করেছিলেন (**আদিপুস্তক ২৬:৫ পদ দেখুন**)। যীশুকে অব্রাহামের উত্তরাধিকারী বলা হয় (**মথি ১:১ পদ**)। এই কারণ যীশুকে "অব্রাহামের পুত্র" বলা হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ, "খ্রীষ্টেতে" থাকার কারণে "অব্রাহামের পুত্র" রূপে আখ্যায়িত (**গালাতীয় ৩:৯, ১৪, ২৯**)।

জীবনচরিত ২ - মোশি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেহেতু তিনি তদ্রূপ ছিলেন, অনেক ভাবে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের মধে এক জন যিনি চিরজীবী, কিন্তু মোশি ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারলেন না। এই কারণ তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে অনুমোদিত হলেন না। ব্যবস্থানুসারে জীবন যাপনে মোশি একটি আদর্শ উদাহরণ (**গালাতীয় ৩:১০-১৪ পদ**)।

মোশি জানতেন যে ব্যবস্থা দ্বারা লোকেরা পরিত্রাণ পাবে না এবং তাদের অন্যভাবে ঈশ্বর থেকে মুক্তির প্রয়োজন। যেহেতু তিনি তার পুস্তকে ঈশ্বরের ব্যবস্থা লিখেছেন, তিনি এটা লেখেননি যে এই ব্যবস্থাতে লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে। বরং, তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঈশ্বরের পরিত্রাণে বিশ্বাস করার প্রয়োজনের বিষয় তার পুস্তকে বর্ননা করেছেন যা ছিল "ব্যবস্থার একটি অংশ" (**দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৫-৩১, ৩০:১-১০ পদ** দেখুন)।

(২ থেকে ২)

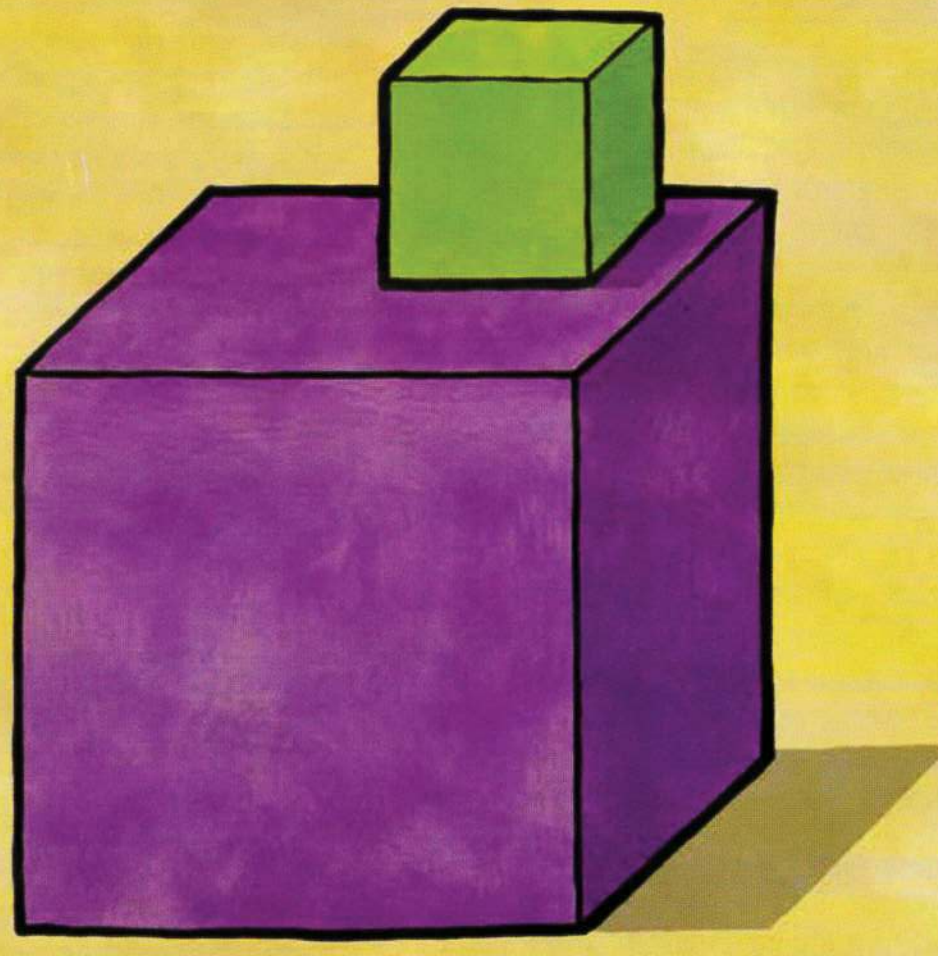

কিভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও কবিতা সংযুক্ত করলেন (চলমান)

১-২২ পদ বর্ণনামূলক। কিন্তু কয়িন ও তার বংশধর সম্পর্কীত বিষয় অসম্পূর্ণ! কবিতা ও সমাপ্তিসূচক বিবরণ ব্যতীত, পাঠক ত্যাগস্বীকার করে জানতে পারবেন যে এই প্রাসঙ্গিক ঘটনার বর্ণনামূলক বিষয়ে মোশি জোর দিয়েছেন। তার মূল বিষয়, এর উপস্থিতি, মানুষের ঈশ্বরবিহীন ও দুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এই সমস্যার সমাধান কল্পে ভিষনভাবে এক জন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। মানুষের দুষ্টতার বিষয় ২৩-৩৪ পদে কবিতাতে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য করা হয়েছে। এই কবিতাটি দুষ্ট মানুষের পরিপ্রেক্ষিত থেকে লিখিত হয়েছে। এটি একটি মৃত্যুর অনুষ্ঠান! মোশি এই কবিতা সন্নিবেশিত করেছেন, এর উপস্থিতি এটা বর্ণনা করছে যে লোকেরা ভয়ংকরভাবে দুষ্ট। পাঠক এই ভাবনাতে পরিপূর্ণ হবেন যে যদি যথা শীঘ্র এক জন ত্রাণকর্তা না আসেন, মানুষের জন্য সকল প্রত্যাশা বিনষ্ট হবে। কবিতাটিও অসম্পূর্ণ। যেহেতু এতে বর্ণনামূলক বার্তা আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেহেতু পরিসমাপ্তি মন্তব্যও প্রয়োজন। অবশেষে, আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় শেথের জন্মের দুটি বর্ণনা দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়েছে। হবা শেথকে "অন্য বংশধর" রূপে ঘোষণা করেছেন। **আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে** ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে, এই অর্থ করে যে হবা জগতের মন্দ সমস্যার সমাধান স্বরূপ শেথকে দেখতে পেয়েছে। তিনিই সেই বংশধর যিনি সর্পকে পরাজিত করার ভুমিকা পালন করবেন! এই প্রাসঙ্গিক ঘটনা এই শব্দগুলি দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়েছে, "তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল"। এই পরিসমাপ্ত নিদর্শনগুলি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলি পাঠককে এই নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক ঘটনার মূল বিষয় অর্জনে সাহায্য করবে। এটি পাপের কারণে আরাধনার অভাব সংক্রান্ত এবং ঈশ্বরীয় বংশের আগমন সংক্রান্ত যেন ঈশ্বর পূজিত হন।

এই নমূনা মোশির পুস্তকের মধ্যদিয়েই পুনরুক্ত হয়েছে। এটি একটি ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষ হয়েছে (যেমন **আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়**), এবং এটি "ঘটনাবলির বৃহৎ সংগ্রহ" রূপে দেখা হয়ে থাকে, উদাহরণ স্বরূপ, **আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায়ে** অব্রাহামের পারিবারিক ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা একটি অতি বৃহৎ কবিতা আছে।

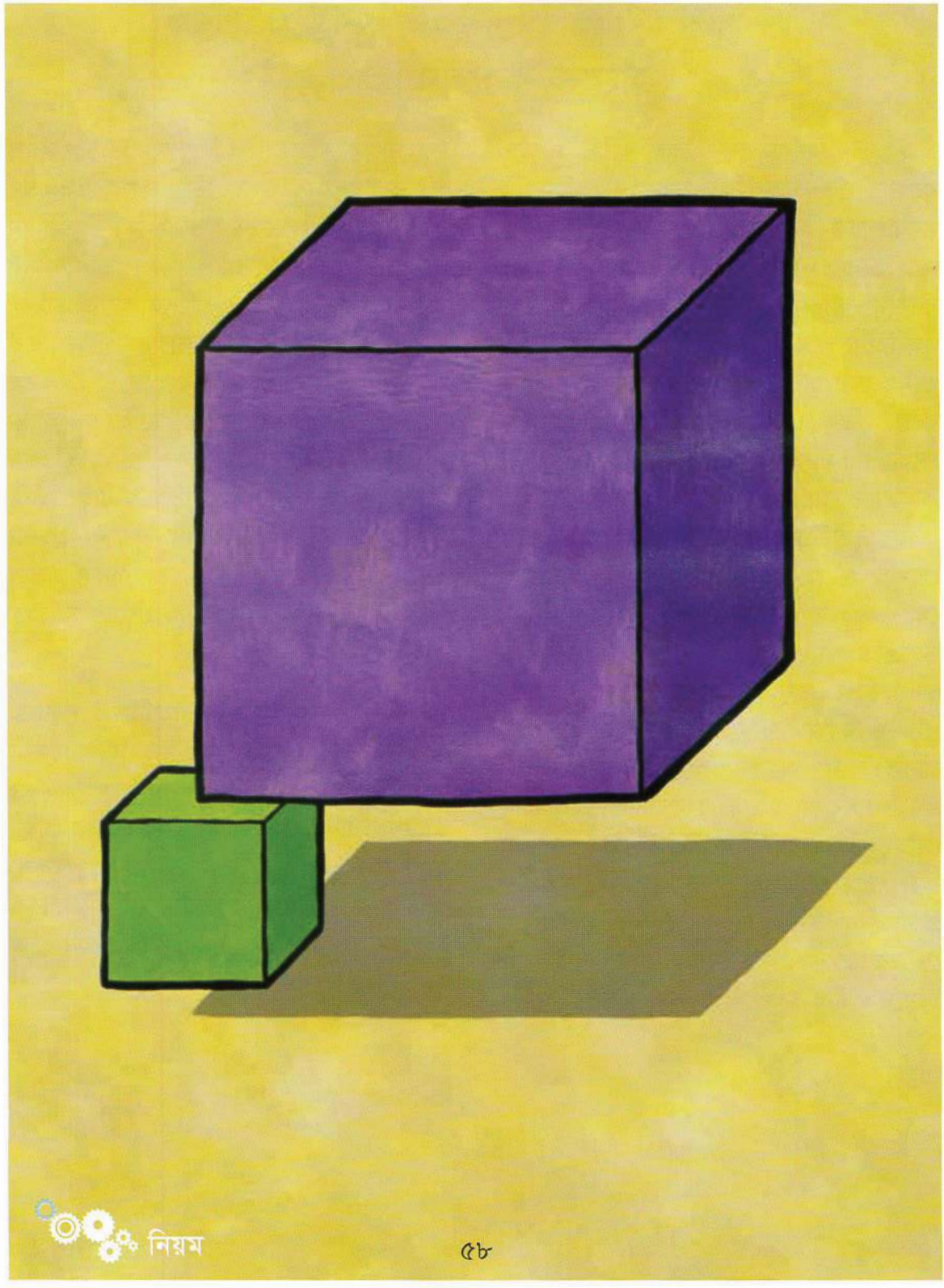

কিভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও ব্যবস্থা সংযুক্ত করলেন (অথবা নির্দেশাবলি)

যে ভাবে মোশি বর্ণনামূলক বিষয় ও কবিতা সংযুক্ত করেছেন, তিনি একই ভাবে ব্যবস্থার সাথে বর্ণনামূলক বিষয় (অথবা নির্দেশাবলি) সংযুক্ত করেছেন। ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি কোন অদ্ভুত ব্যবস্থা নয় যা কোন স্থলে উপস্থাপিত হওয়ার বাইরে। যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এগুলি তার সঙ্গে যুক্ত। বর্ণনামূলক বিষয় ও ব্যবস্থা (অথবা নির্দেশাবলি) একত্রে পাঠ করবার বিষয়। যখন বর্ণনামূলক বিষয় ও ব্যবস্থা যুক্ত থাকবে, তখন আদর্শগতভাবে বর্ণনামূলক বিষয়ের পরে ব্যবস্থা অনুগমন করবে এবং বর্ণনামূলক বিষয়ের চেয়ে ব্যবস্থার মধ্যে বেশী ব্যবধান থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, যাত্রাপুস্তক ৩৩-৩৪ অধ্যায়ে স্বর্ণময় গোবৎস নির্ম্মিত হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বর্ণনা মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সীনয় পর্ব্বতে সংঘটিত এই মহা পাপ তাঁর লোকদের দ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্কের ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যাত্রাপুস্তক ৩৩-৩৪ অধ্যায়ে, মোশি নূতন এক জোড়া প্রস্তরফলক দিলেন এবং লোকদের সঙ্গে একটি নিয়ম-পত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যবস্থার একটি তালিকা দ্বারা অনুসরণীয় এই দুটি অধ্যায় বিশেষভাবে বর্ণনামূলক এবং সমাগম তাম্বু ও যাজক ও বলি নির্দেশাবলির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি যাত্রাপুস্তক ৩৫ অধ্যায়ে শুরু হয়েছে (যাত্রাপুস্তক ৩৫:১ পদে মোশির বাক্যগুলি দেখুন) এবং লেবীয়দের প্রতি লিখিত সমুদয় পুস্তকের মধ্যে এই বিষয় অব্যহত আছে। যাত্রাপুস্তক ৩৫ ও লেবীয়পুস্তক ২৭ এর মধ্যে ব্যবস্থা ও নির্দেশাবলি আছে যা যাত্রাপুস্তক ৩৩-৩৪ পদে বর্ণনামূলকের সাথে সম্পর্কযুক্ত রূপে দেখতে পাওয়া যায়। লেবীয়পুস্তকের শেষ বাক্যগুলি লক্ষ্য করি: "সদাপ্রভু সীনয় পর্ব্বতে ইস্রায়েল সন্তানগণের জন্য মোশিকে এই সকল আদেশ করিলেন"। এই পদ ব্যবস্থা ও নির্দেশনা রূপে যাত্রাপুস্তক ৩৩-৩৪ অধ্যায় এর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত।

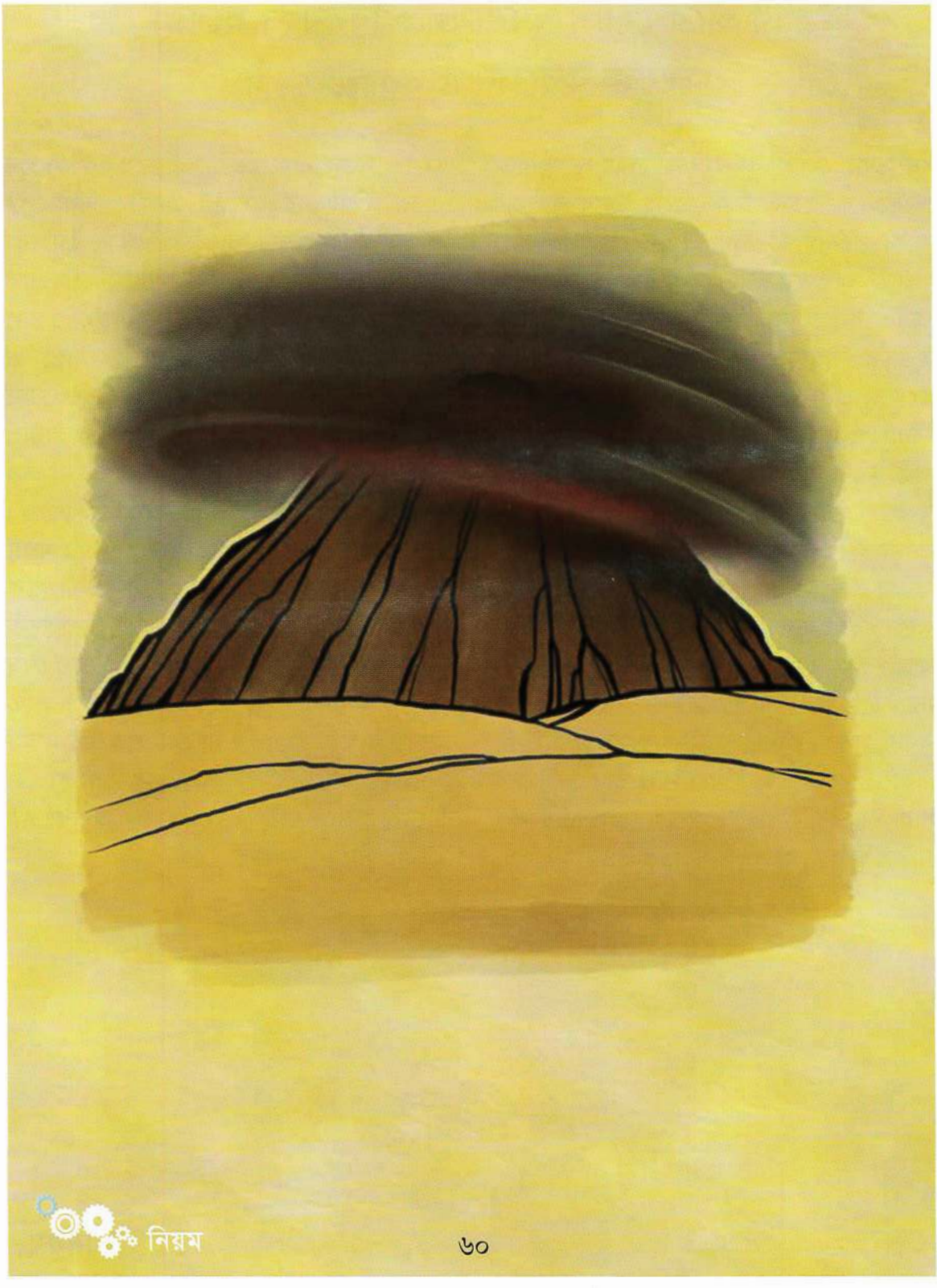

মোশির পুস্তকে মূল ঘটনা

যেহেতু মোশির পুস্তক পাঁচটি অংশে বিভক্ত (দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যদিয়ে আদিপুস্তক), সেখানে অনেক নির্দেশাবলি আছে যা একটি বৃহৎ পুস্তক রূপে দেখতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রলিপির পরবর্তী অংশে একটি নির্দেশনায় এটিকে "মোশির পুস্তক" রূপে আখ্যায়িত করা হয় (মার্ক ১২:২৬ পদ দেখুন)। এই পুস্তকে এমন অনেক ঘটনা আছে যা বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য্যপূর্ণ যেমন. সৃষ্টি, জলপ্লাবন, বাবিলের উচ্চগৃহ, অব্রাহামের আহ্বান, মিশর থেকে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা, ইত্যাদি, ইত্যাদি...)। যাহোক, এমনকি এই সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাথে, এই বৃহৎ পুস্তকে অন্য সকল ঘটনা অপেক্ষা একটি ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ রূপে উপস্থাপিত। এই ঘটনাটি কি যা লেখক চাচ্ছেন যেন তার পাঠকগণ অন্য সব কিছুর উর্দ্ধে তা দেখে? এটা অবশ্য হতে পারে সীনয় পর্ব্বতে প্রদত্ত নিয়ম-পত্র।

অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটির উপর ভিত্তি করে (যেমন, এই ঘটনায় উৎসর্গীকৃত শুন্যস্থানের পরিমাণ। যখন মোশি জ্বলন্ত ঝোপের সন্মুখিন হলেন তখন মোশির প্রতি ঈশ্বরের বাণী, ইত্যাদি) এটা স্পষ্ট যে লেখক (মোশি) চাইলেন যেন তার পাঠক সর্বশ্রেষ্ঠ তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা রূপে এটি দেখে। পরবর্তীতে পুরাতন নিয়মের অন্য উভয় বিভাগ থেকে (ভাববাদীগণ ও লিখিত দলিল) এই ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে লিখিত যা সীনয় পর্ব্বতে ঘটেছিল।

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণতা সাধন রূপে সীনয় পর্ব্বতে লেখক নিয়ম-পত্র উপস্থাপন করলেন (আদিপুস্তক ১২:১-৩ পদ দেখুন) এবং পৃথিবীতে আশীর্ব্বাদ আনায়ন করলেন। সীনয় পর্ব্বতে, ঈশ্বর তাঁর নিজের ও ইস্রায়েলের মধ্যে একটি নিয়ম-পত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। এখানে তিনি ইস্রায়েলের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যা সমুদয় জগতকে প্রভাবিত করবে। ইস্রায়েল এই নিয়ম-পত্র মেনে চলতে আহুত হয়েছিল।

কিন্তু বিষয়বস্তু এই যে সীনয় পর্ব্বতে প্রদত্ত নিয়ম-পত্র মোশির পুস্তকে উপস্থাপিত ঘটনা যা যে কোন অন্য ঘটনা অপেক্ষা আরও অধিক সুদৃঢ় তা এই অর্থ করে না যে মোশি চাচ্ছেন তার পাঠক ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা স্বরূপ সীনয় পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক বরং তার পাঠকগণ সীনয় পর্ব্বতে প্রদত্ত নিয়ম-পত্রে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করুক। মোশি সুস্পষ্টভাবে চাচ্ছেন তার পাঠকগণ সীনয় পর্ব্বতে প্রদত্ত নিয়ম-পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুক, সেখানে এমন কিছু নূতন বিষয় আছে যা ঈশ্বর ভবিষ্যতে সাধন করবেন। (নূতন নিয়ম-পত্রের বাক্যগুলি মোশির পুস্তকে ব্যবহৃত হয়নি। সেগুলি পুরাতন নিয়মের পরবর্তী পুস্তকগুলিতে ও নূতন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে।)

মোশি সুস্পষ্টভাবে ইস্রায়েলের অবাধ্যতার বিষয় নিয়ম-পত্রে বর্ণনা করলেন এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে যখন তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করবে তখন তারা নিয়ম-পত্র রক্ষা করতে আর সমর্থ হবে না। এটি এই অর্থ করে না যে মোশি ভেবেছিলেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণতা সাধিত হবে না। বরং, লেখক চাচ্ছেন যে তার পাঠকগণ বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এভাবে পূর্ণতা সাধিত হবে না যে ভাবে সীনয় পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোশি চাচ্ছেন যে ভবিষ্যতে ঈশ্বর কি করবেন সেই বিষয়ে লোকেরা তার পুস্তক পাঠ করে বিশ্বাস স্থাপন করবে কারণ ইস্রায়েল তা পালন করে নাই এবং নিয়ম-পত্র রক্ষা করতে পারে নাই যা সীনয় পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

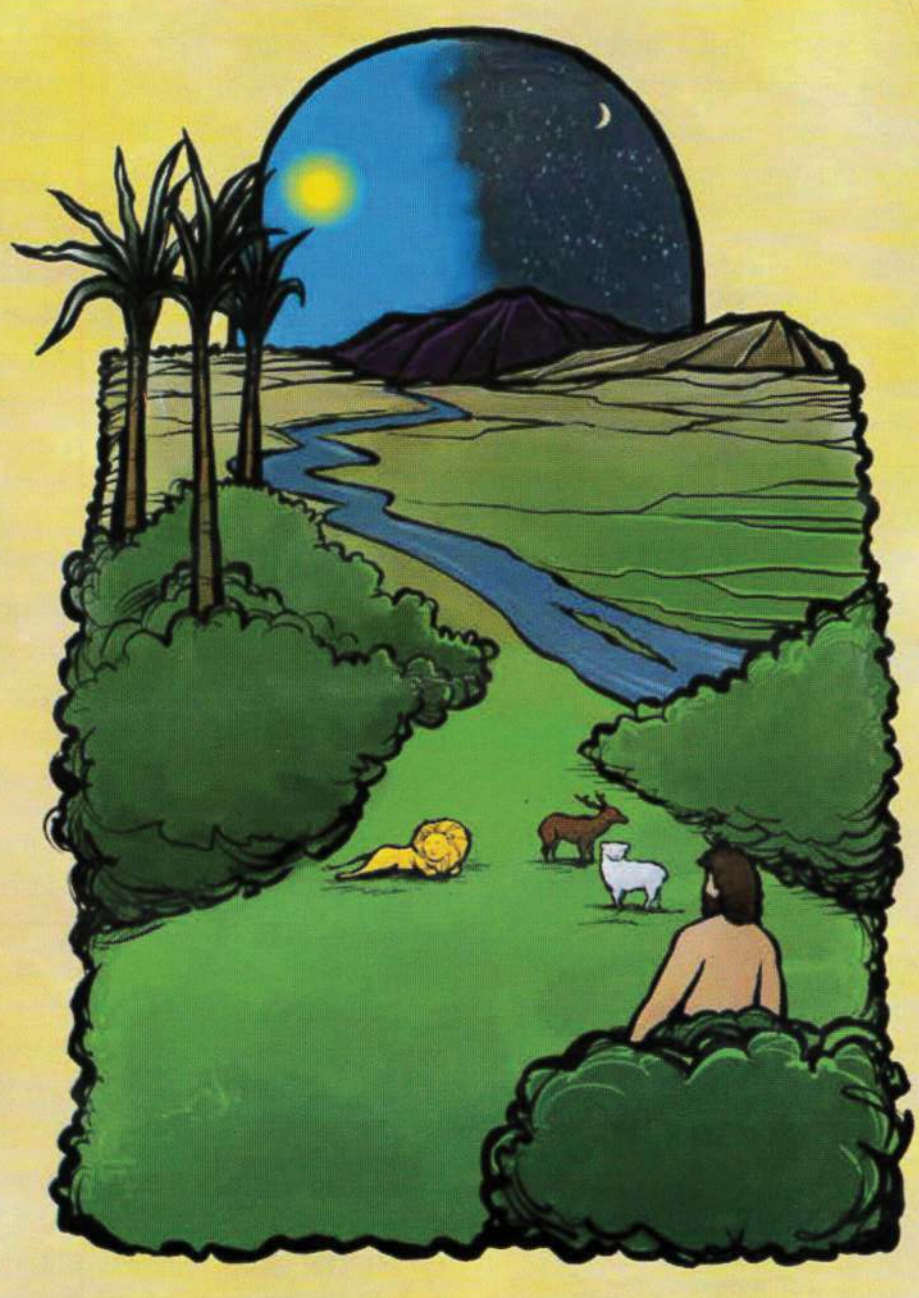

ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি

আদিতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন (আদিপুস্তক ১:১, রোমীয় ১১:৩৬, প্রকাশিত বাক্য ৪:১১ পদ দেখুন)। এর অর্থ এই যে ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যা দেখতে পাওয়া যায় এবং সবকিছু যা দেখতে পাওয়া যায় না। বিশ্বব্রম্মান্ড ও বিশ্বব্রম্মান্ডের সকল কিছু যা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না এবং বিশ্বব্রম্মান্ড ও বিশ্বব্রম্মান্ডের সকল কিছু যা প্রকাশিত ছিল না। বিশ্বব্রম্মান্ড ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই বাইবেলে যে ভাবে বর্ণনা করা আছে সে ভাবে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্ট হয়েছিল। সাধারণ স্থানের চেয়ে অধিক রূপেই জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে মানুষ বাস করবে। একটি স্থান রূপে বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ঈশ্বর ও মানুষ একসঙ্গে বাস করবে এবং যেখানে ঈশ্বর পূজিত হবেন ও চিরকালের তরে আনন্দ অনুভব করবেন (১বংশাবলি ২৯:১১ পদ দেখুন)।

ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবী "রঙ্গমঞ্চ" রূপে সৃষ্টি করলেন যেখানে তিনি পূজিত হবেন। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু অবিরত তাঁর প্রশংসা কীর্ত্তন করছে (গীতসংহিতা ১৪৮ ও হবক্কুক ৩:৩ পদ দেখুন)। ঈশ্বর অবিরত বলছেন যে তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা।

আদমের পাপ ধার্ম্মিক লোকদের অধিকতর রূপে প্রভাবিত করল। এমন কি ঈশ্বরের সৃষ্টিও প্রভাবিত হলো। এই কারণ প্রথম আকাশমন্ডল ও পৃথিবী অভিশাপে শাপগ্রস্ত হলো। একদিন তারা ধ্বংস হবে। ঈশ্বরের লোকেরা নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীতে বাস করবে (যিশাইয় ২৪:৫-৬, ৬৫:১৭, রোমীয় ৮, ২পিতর ৩:১-১৩, ও প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদ দেখুন)।

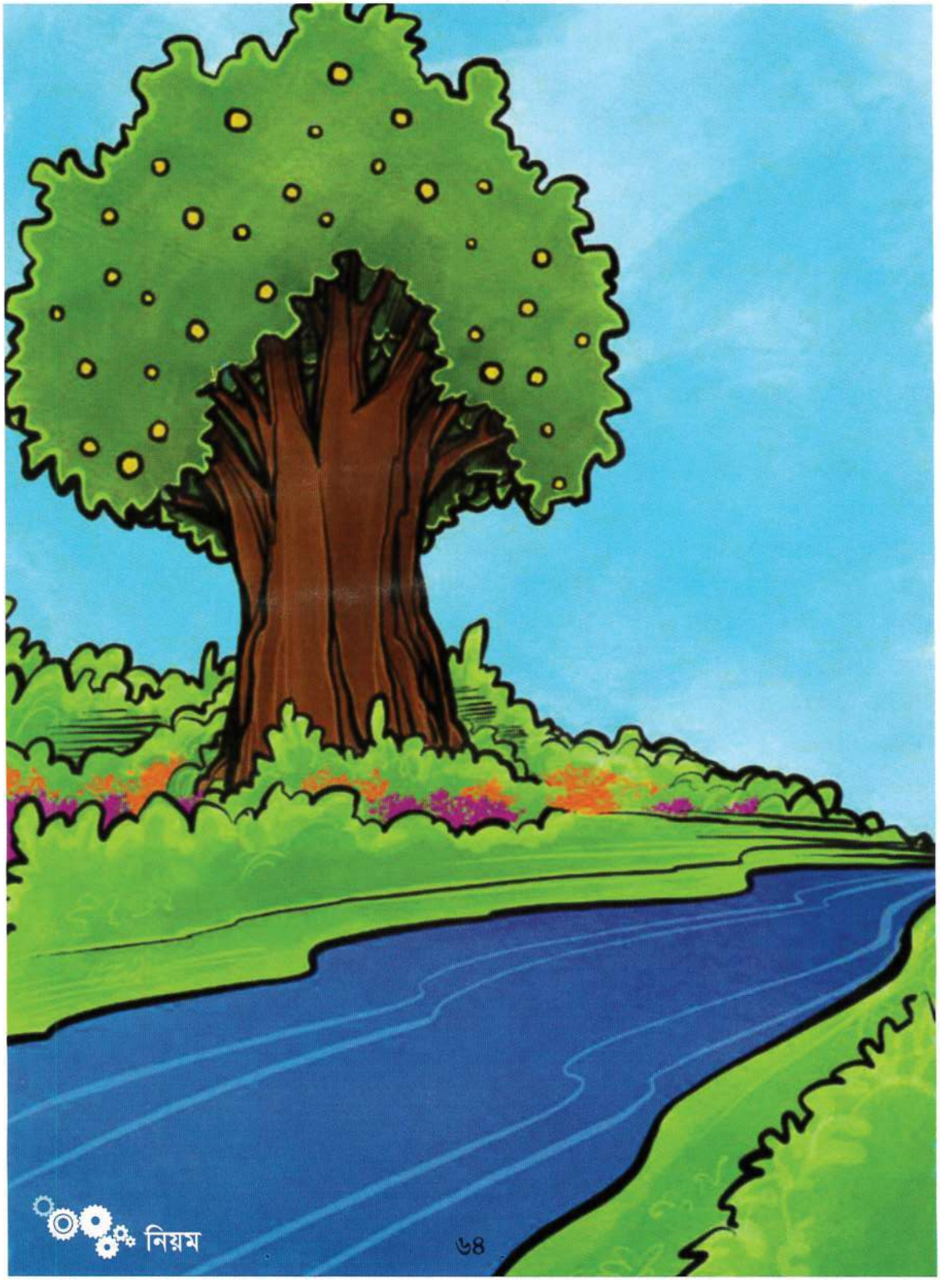

এদনে উদ্যান

আদমের সৃষ্টি দিয়ে বাইবেলের শুরু ও তাকে একটি উদ্যানে রাখা হলো (**আদিপুস্তক ২:৮ পদ** দেখুন)। উদ্যানটি ছিল একটি মন্দির সদৃশ্য যেখানে ঈশ্বর পূজিত হতেন। আদম উদ্যানে কৃষকর্ম্ম করতেন ও উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ করতেন (**আদিপুস্তক ২:১৫ পদ** দেখুন)। উদ্যানের মধ্যে একটি বৃক্ষ ছিল যা অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা ছিল যে ফল তারা খেতে পারত। আদম ও হবা এই বৃক্ষের ফল কখনও ভোজন করেনি। তা ছাড়া, তারা যে বৃক্ষের ফল ভোজন করেছিল তা তাদের স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল (**আদিপুস্তক ২:১৬-১৭** ও **৩:১-৭ পদ** দেখুন)। অনেক ভাবে দেখা যায়, বাইবেল যে ভাবে শুরু হয়েছে ঠিক একই ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। একটি উদ্যান ছিল ও এর মধ্যে একটি জীবন বৃক্ষ ছিল। যাহোক, বাইবেলের সমাপ্তিতে দেখা যায় যে সমুদয় পৃথিবী উদ্যানে পরিপূর্ণ! আর নদীর এপারে ওপারে জীবন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছে। বাইবেলের সমাপ্তিতে দেখা যায় লোকেরা জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করছে! পুরাতন নিয়মের ও নূতন নিয়মের অনেক লেখক এই নদী ও বৃক্ষের উল্লেখ করেছেন (**গীত: ১:৩, যিহিস্কেল ৪৭:১২, প্রকাশিত বাক্য ২:৭, ২২:১-৫, ২২:১৯ পদ** দেখুন)।

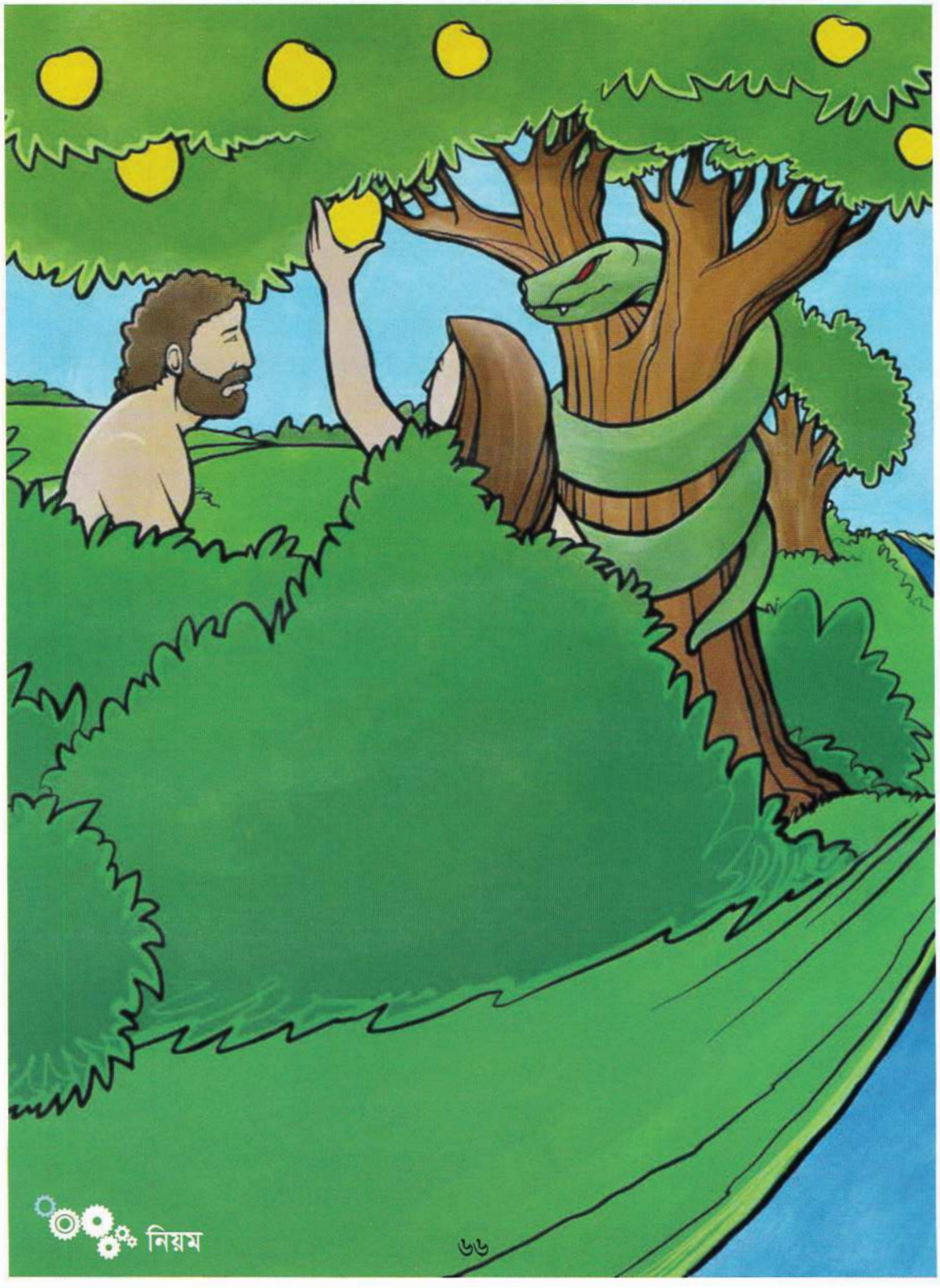

প্রথম "রাজা" ও "যাজকের" অবাধ্যতা

যদিও আদম একজন রাজা ছিলেন এবং ঈশ্বরের পৃথিবীতে বিধিসঙ্গত ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছিল (আদিপুস্তক ১:২৬ পদ দেখুন), তিনি সীমাহীন বিধিসংগত ক্ষমতার রাজা ছিলেন না। এর পরিবর্তে, তিনি অন্য এক জন শাসক – ঈশ্বরের অধীনে এক জন রাজা ছিলেন। আদম সর্বদাই ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করতেন। ঈশ্বরের ব্যবস্থার পরিবর্তন করার তার কোন অনুমতি ছিল না তবে নিজের জন্য ভাল ও মন্দ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। সর্পের বর্ণনামতে সে বিধিসংগত কর্তৃপক্ষ ঈশ্বরকে মান্য করত না এবং আদমের অধিকারে এসে আদমের পরিবর্তে হবার সাথে কথা বলল। সর্প হবাকে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করতে প্রলোভিত করল ও হবা ফল ভোজন করল। সর্প হবাকে প্রতারণা করল। আদম তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। সে প্রতারিত হলো না। সে জানত যে সে ফল ভোজন করবে না। আদম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল (**১ তীমথিয় ২:১৩-১৪ পদ** দেখুন)। সর্প হলো শয়তান (**প্রকাশিত বাক্য ১২** দেখুন)। সে এদনের উদ্যানে সর্প রূপে উপস্থিত হয়েছিল। সে বাইবেলে অগ্রসরমান কাহিনী রূপে "বৃদ্ধি" পেল। সে প্রকাশিত বাক্যে নাগ রূপে উপস্থাপিত হলো।

আদমের পাপ সকল মানুষকে প্রভাবিত করল কারণ সকল মানুষ "আদম" থেকে এসেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ, পুরুষ বা স্ত্রী সে আদমের বংশধর, আদমের আত্মিক অবস্থার অংশীদার। আদমের পাপের কারণে সকল মানুষ পাপ করেছে (**রোমীয় ১:২১-২৩, ৩:২৩ ও ৫:১২-১৩**)। এই কারণ যীশু বলেছিলেন, "ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই সৎ নয়" (**মার্ক ১০:১৮ পদ**)। নূতন নিয়মে, যীশুকে শেষ আদম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (**১ করিন্থীয় ১৫:২২ পদ**)। এই কারণ, যারা "খ্রীষ্টেতে" আছে তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক বলে গণিত হবে (**২ করিন্থীয় ৫:১৭, ২১ পদ** দেখুন)। তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

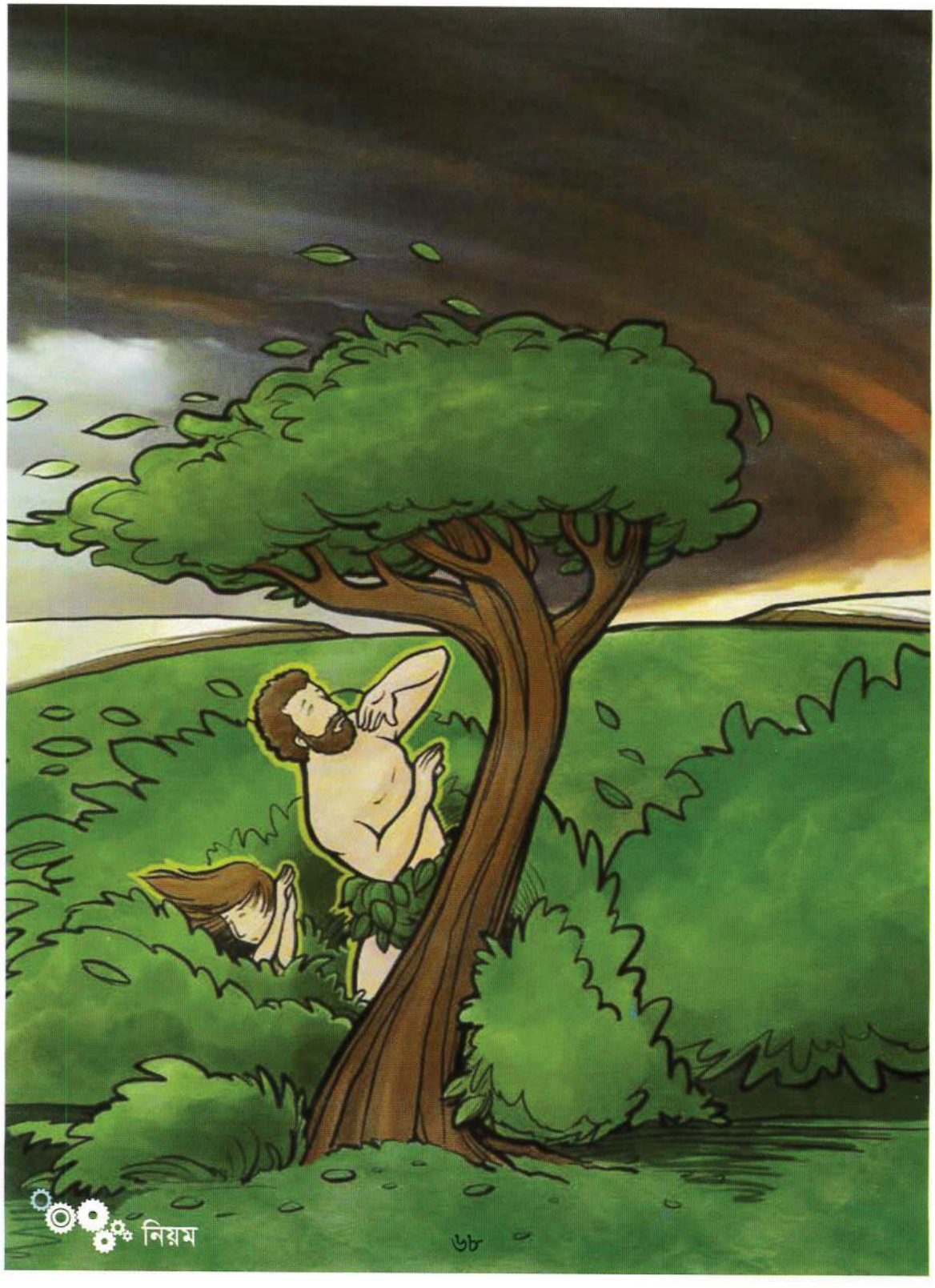

পাপের ফল

যখন আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হলো, তখন ভয়ানক কিছু ঘটল যা আজ সকল মানুষকে প্রভাবিত করেছে। এখন লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতায় জীবন যাপন করছে। আমরা যখন পাপ করি তখন ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না। তাঁর বাক্য উত্তম এবং যদি অমান্য করা হয় তবে তা মন্দ হয়। যদি ঈশ্বর তাঁর বাক্যের তত্ত্বাবধান না করতেন তবে তাঁর বাক্য অসম্মানিত ও অমান্য হতো তবে এটা বর্ণনা করা হতো যে তিনি তাঁর বাক্য সম্পর্কে সতর্ক নন। তিনি নিজের চেয়ে অন্য বিষয়কে বেশী সম্মান করেন! ঈশ্বর অবশ্যই পাপ সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ প্রদর্শন করেন কারণ তিনি উত্তম। যদি তিনি পাপের বিচার না করতেন, তাহলে এটাই দেখা যেত যে তিনি তাঁর নাম ও তাঁর বাক্য সম্পর্কে মোটেই সতর্ক নন। এই চিত্রে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আদিপুস্তক ৩:৮ পদ বলছে যে ঈশ্বর "দিবাবসানে" উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন। এটা এই অর্থ করতে পারে যে ঝড় এসেছিল! যদিও এই ঘটনাতে সেখানে বাস্তবে কোন ঝড় হচ্ছিল না, আদমের পাপ আত্মিক ঝড় সৃষ্টি করেছিল। এই চিত্রে আদম তার স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এটি এই বর্ণনা করছে যে পাপের কারণে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত স্বরূপ লোকেরা পরস্পর বেশী সতর্ক নয়। তারা "দৈহিক ইচ্ছায়" বেশীক্ষণ অবস্থান করে না। সেখানে এই প্রমাণ আছে যখন ঈশ্বর আদমের পাপ সম্পর্কে তাকে বললেন। আদম হবাকে দোষারোপ করল। সে আরও তাকে হবাকে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করল (**আদিপুস্তক ৩:১২ পদ** দেখুন)।

ঈশ্বর এক জন মুক্তিদাতার প্রতিজ্ঞা করলেন

আদমের পাপের কারণে, পৃথিবীর উপরে সর্প শাসক হয়ে গেল! আদম ও হবা ঈশ্বর অপেক্ষা তাকে অধিক মান্য করল (**ইফিষীয় ২:১-৩ পদ** দেখুন)। এমনকি যদিও শয়তান পৃথিবীর উপরে "এক জন শাসক" হয়ে গেল, তবে এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে আসলে শয়তান পৃথিবীর উপরে শাসক নয়। সে কখনও ঈশ্বরের উর্দ্ধে যেতে পারে না এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারে না। আদম পাপ করলেও ঈশ্বর কখনও তাঁর অধিকার হারান নাই। যাহোক, লোকেরা তাদের অধিকার হারিয়ে ফেলল। তথাপি এক জন মানুষ যিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন এবং যিনি ঈশ্বরের "পুত্র" রূপে শাসন করার চেয়ে বরং এখন শয়তান পৃথিবীর উপরে এক জন শাসক হয়ে গেল, ঈশ্বরের প্রকৃত ভজনার বিষয় সংঘটিত হলো না। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে এক জন ব্যক্তি আসছেন যিনি সর্পের মস্তক "চূর্ণ" করবেন (**আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ** দেখুন)। এটাই শয়তানকে পরাজিত করার বিষয় খ্রীষ্টের প্রতি নির্দেশনা। যেহেতু খ্রীষ্টিয়ানরা "খ্রীষ্টেতে" আছে, এটাও শয়তানকে পরাজিত করার খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতিও নির্দেশনা (**রোমীয় ১৬:২০ পদ** দেখুন)।

নারীর বংশ ও সর্পের বংশ

এই চিত্র মানুষের দুটি দল প্রদর্শণ করছে। যেহেতু মানুষকে একই রূপ দেখাতে পারে, তথাপি এই দুই দলের মধ্যে একটি মহা পার্থক্য বিদ্যমান আছে। এক দল মানুষ ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত। অন্যদল শয়তানের প্রতি উৎসর্গীকৃত। এই দুই দলের মধ্যে বিশিষ্ট্য চিহ্ন হলো, একটি লাল রং দ্বারা বেষ্টিত ও অন্যটি হলুদ রং দ্বারা বেষ্টিত। এই দুই দল লোক **আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে** সর্পের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসা মানুষ। "আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"।

এই বাক্যগুলিতে,ইয়াওয়ে নারী ও সর্পের মধ্যে এবং নারীর বংশের মধ্যে ও সর্পের বংশের মধ্যে ঘৃণা বিদ্যমান থাকা সম্পর্কে বললেন। নারীর বংশ হলেন খ্রীষ্ট এবং অন্য সকলে যারা তাঁহাতে গণিত হয়। সর্পের বংশেরা দৈহিক ভাবে সর্প নয়। তারা মানুষ যারা খ্রীষ্টের ও তাঁর লোকদের বিরুদ্ধাচারী। এই দুই বংশের মধ্যে "যুদ্ধের" বিষয় অনেক অনেক শাস্ত্রলিপিতে লিখিত আছে। এটাই **আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে** প্রথম ঘোষণা। **আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে** যুদ্ধ শুরু হয়েছে! **আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে,** আমরা কয়িন ও হেবলের সাথে পরিচিত হই। তারা উভয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে উপস্থিত হয়েছিল, যাহোক এটা পরিষ্কার যে যদিও কয়িন ঈশ্বরে সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছিল, সে ঈশ্বরকে প্রেম করত না। সে ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য ছিল না। যদিও তার মা হবা, কয়িনকে ঈশ্বরীয় বংশধরের অংশ রূপে গণ্য করল না যে সর্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। বরং সে সর্পের অনেক বংশধরদের মধ্যে প্রথম রূপে গণ্য হলো (**১যোহন ৩:১২ পদ** দেখুন)। সে সর্পের "পুত্র" রূপে কার্য্য করল ও তার ইচ্ছা পালন করতে চাইল (**যোহন ৮:৪৪ পদ** দেখুন)। হেবল কয়িন থেকে ভিন্ন ছিল। হেবল নির্য্যাতীত হলো ও পরে কয়িন কর্ত্তৃক নিহত হলো। সে এমন ভাবে উপস্থাপিত হলো যেন সর্প বিজয়ী হয়েছে কেননা ঈশ্বরীয় বংশ নিহত হয়েছে। যদিও হেবল নিহত হলো তথাপি পরিশেষে সে পরাজিত হলো না (**ইব্রীয় ১১:৪ পদ** দেখুন)। অধ্যায়ের শেষে, হেবলের পরিবর্তে হবার আরেকটি পুত্রসন্তান হলো। তার নাম শেথ। হবা "হেবলের পরিবর্তে অন্য বংশ" রূপে তার বিষয়ে উল্লেখ করল (**আদিপুস্তক ৪:২৫ পদ** দেখুন)। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে প্রথম বর্নিত দুই **বংশধরের** মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। **আদিপুস্তক ৪** অধ্যায়ের পর, বাইবেল এই দুই দলের মধ্যে "গতিপথ" অনুসরণ করছে। যেহেতু এটা উপস্থাপন করে যে সর্পের বংশধর অধিকতর শক্তিশালী এবং পরিশেষে জয়ী হবে, আসলে ঘটনা তা নয়। স্বর্গের সহযোগিতার কারণে, নারীর বংশ সর্পের বংশধরদের উপরে বিজয়ী হবে। এই কারণ প্রেরিত পৌল এটা বলতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, "আর শান্তির ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন" (**রোমীয় ১৬:২০ পদ**)। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই দ্বন্দের মধ্যে আছে (**ইফিষীয় ২:১-৩ পদ**)।

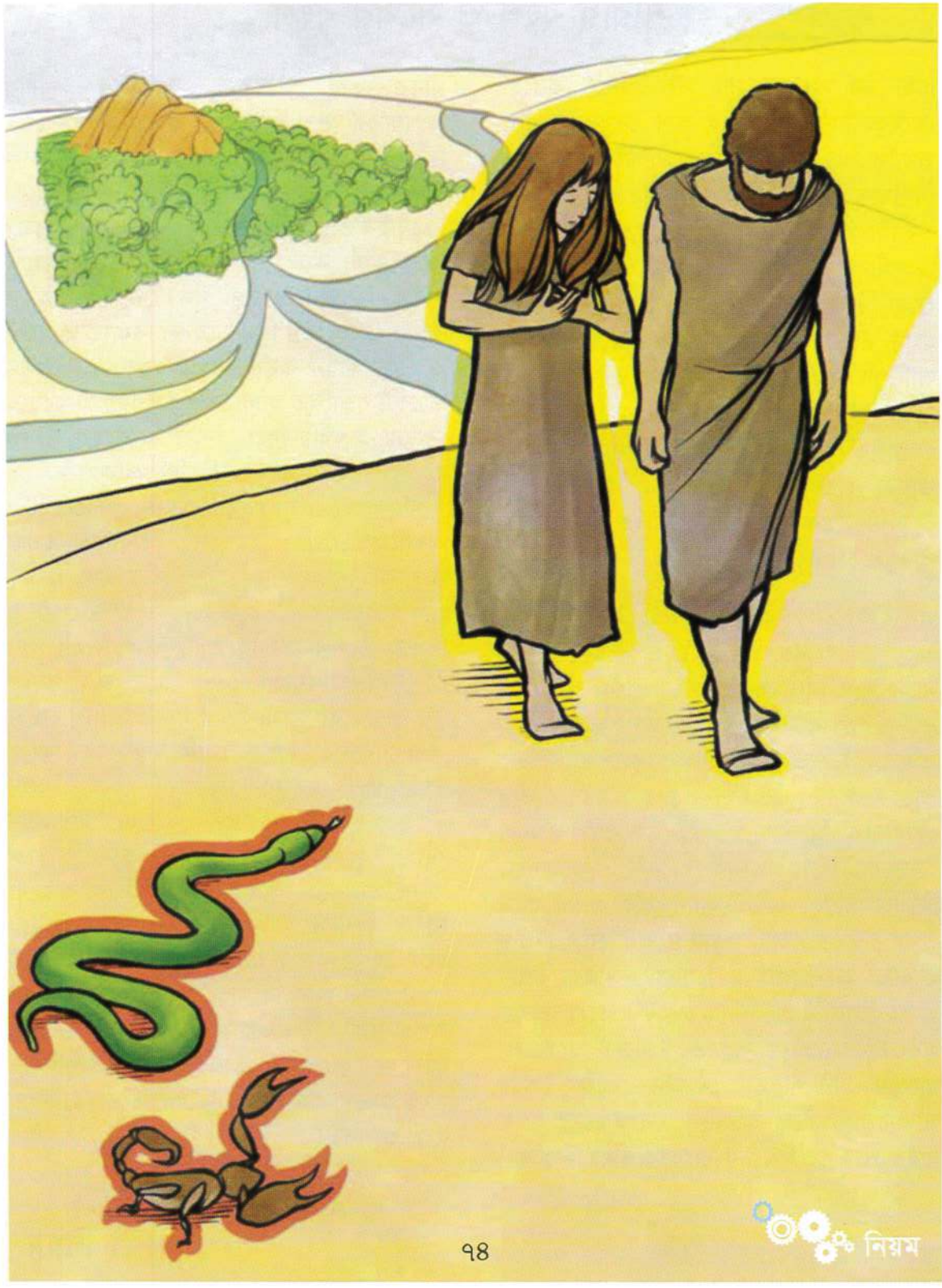

ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে দুঃখ-কষ্ট (ও অনুগ্রহ)

আদম ও হবা ঈশ্বরের উত্তম স্থানে থাকবার অনুমতি পেল না। তাদের ঐ স্থান ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল কেননা যদি তারা সেখানে থাকে, তবে তারা ঈশ্বরের আরও অবাধ্য হবে এবং এবার জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করবে। যদি তারা ঐ সময় জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করে তবে তারা চিরকাল পাপী হিসাবে বেঁচে থাকবে (**আদিপুস্তক ৩:২২ পদ** দেখুন)।

তাদের বিদ্রোহাচারী মনোভাবের কারণে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের চেয়ে বরং তারা যা উত্তম মনে করে সেটাই করবার ইচ্ছা থাকার কারণে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তারা উদ্যান থেকে বিতাড়িত হলো। যেহেতু তারা উদ্যানের বাইরে বাস করতে থাকল, তাদের প্রয়োজনীয় কাজ তারা করত যেন তাদের চিরকাল পাপে থাকতে না হয় এবং চিরকাল প্রান্তরে বাস করতে না হয়। কিন্তু যদিও এমনকি তারা এখন ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে আছে এবং যেখানে প্রান্তর আছে, ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ তাদের দিয়ে রেখেছেন। এটি হলুদ রং রূপে উপস্থাপিত যা তাদের চতুর্দ্দিকে আছে। এমনকি যদিও তারা প্রান্তরে ছিল, তথাপি ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ফিরে আসবার জন্য তাদের জন্য একটি পথ রচনা করলেন। ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ফিরে আসবার সেই মাধ্যম হলেন যীশু। মানুষের পুনরায় ঈশ্বরের উত্তম স্থানে প্রবেশ করবার ও তাঁকে প্রকৃতভাবে ভজনা করবার তিনিই একমাত্র পথ (**যোহন ১৪:১-৬ পদ**)। ঈশ্বরর সঙ্গে জীবন যাপনের পথ সুসমাচার রূপে বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে। এটি খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সুসমাচার। এটা পরিষ্কার যে সুসমাচারের কার্য্যগুলি প্রকাশিত বাক্য বর্ণনা করছে যে প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠি ও ভাষার লোক ঈশ্বরের উত্তম স্থানে তাঁর ভজনা করবে (**প্রকাশিত বাক্য ২২:১৪ পদ**)।

বিনাশ ও পরিত্রাণ

ঈশ্বর কেবল সৃষ্টি করেন না (**আদিপুস্তক ১-২**)। তিনি ধ্বংসও করেন (**আদিপুস্তক ৬-৮**)। এই চিত্র বর্ণনা করছে যে নোহের সময়ে, ঈশ্বর জগতের ও এর মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই বিচার করতে ইচ্ছা করলেন। লোকদের মহা দুষ্টতার কারণে তিনি এটা করতে চাইলেন (**আদিপুস্তক ৬:৫ পদ**)। ক্ষুদ্রতর ঘটনাতে বাইবেলের সর্বত্র এটা ঘটে থাকে। এটা ঘটেছিল যখন লোটের সময়ে সদম ধ্বংস হয়েছিল (আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায়)। মোশির সময়ে একটি ঘটেছিল যখন ঈশ্বর মিশর ধ্বংস করলেন। আশ্চর্য্যজনকভাবে, এটা দেখা গিয়েছিল যখন ঈশ্বর তাঁর পুত্রের উপর তাঁর ক্রোধ বর্ষন করলেন যখন তিনি ক্রুশের উপর মরলেন। আর এটা চুড়ান্তভাবে দেখা যাবে যখন ঈশ্বর বর্তমান আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ধ্বংস করবেন (**২ পিতর ৩:১-১৩ পদ** দেখুন)। যাহোক, মহা জলপ্লাবন এটাই বর্ণনা করছে যে ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করলেন। এটি আরও বর্ণনা করছে যে দন্ডাজ্ঞা বাস্তবায়িত হওয়ার আগে ঈশ্বর তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের পরিত্রাণ তাদের জন্য যারা ধার্ম্মিক রূপে গণিত। নোহ ধার্ম্মিক রূপে গণিত হয়েছিলেন, সেহেতু তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন (**আদিপুস্তক ৬:৮-৯ পদ**)। লোট ধার্ম্মিক রূপে গণিত হয়েছিলেন, তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন (**২পিতর ২:৭-৯ পদ**)। ইস্রায়েলীয়রা ধার্ম্মিক রূপে গণিত হয়েছিলেন, তাই তারা মিশর থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। যীশু ধার্ম্মিক রূপে গণিত হয়েছিলেন, তাই তিনি মৃত্যু থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। জলে বাপ্তাইজিত হওয়া প্রভু যীশুতে বিশ্বাসীর একটি চিত্র যিনি ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে মুক্ত হলেন ও নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হলেন।

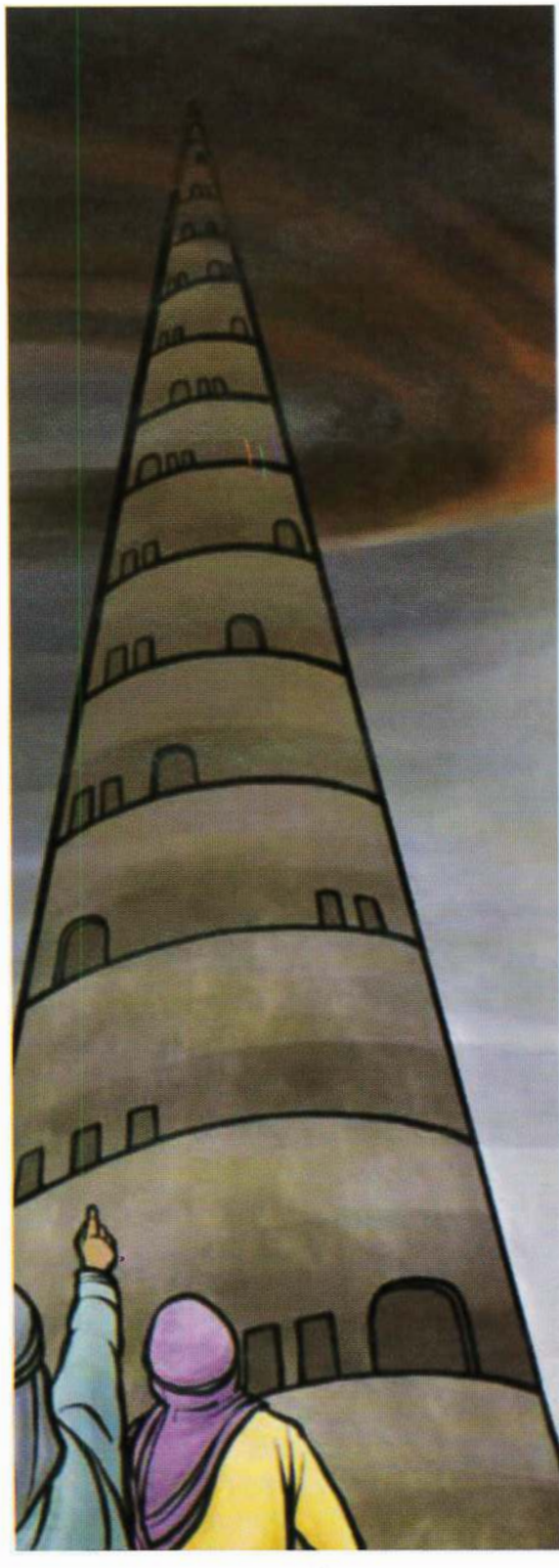

নিয়ম

লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে ও তাঁকে মান্য করতে অস্বীকার করল

মহা জলপ্লাবনের পর, লোকেরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হতে ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হলো (**আদিপুস্তক ৯:৭ পদ** দেখুন)। এই একই আজ্ঞা আদম ও হবাকে দেওয়া হয়েছিল (**আদিপুস্তক ১:২৮** পদ)। ঈশ্বরের মহিমায় পৃথিবী পূর্ণ করতে তারা আদম ও হবার মত আজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিল। জলপ্লাবনের পরে যে লোকেরা বেঁচে ছিল তারা সেটি করল না। আদম ও হবার মত, তারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল ও তাদের বর্ণনা মতে তারা ভিন্ন কিছু করবার সিদ্ধান্ত নিল যে তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে দেবতাদের আরাধনা করবে। তারা আকাশ ছোঁয়া একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করল। দ্বিতীয় চিত্রটি বর্ণনা করছে যে লোকদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো না। কারণ তাদের আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করবার কাজ অতি ক্ষুদ্র ও শক্তিহীন ছিল, ঈশ্বর তা দেখবার জন্য পৃথিবীতে নেমে আসলেন (**আদিপুস্তক ১১:৭** পদ)। সেই সকলের প্রতি এটি একটি সতর্কবাণী যারা নিজেদের দেবতা বানাচ্ছে। তারা কখনও আকাশমন্ডলের এক জন শাসক হতে পারবে না। যেহেতু আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে বাবিল ধ্বংস হয়েছিল, বাবিলের এই ধারণা বাবিলের সর্বত্র বিরাজিত ছিল। লোকেরা এমন একটি "স্থান" সর্বদা তৈরী করতে চাচ্ছিল যেখানে প্রকৃত ঈশ্বরের ভজনা করা ও তাঁকে মান্য করা লাগবে না। বাবিলের সর্বশেষ ধ্বংস সাধিত হবে যা **প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৭ পদে** বলা হয়েছে। বাবিলের উচ্চগৃহের কাহিনী সেই সব মানুষদের সতর্ক করছে যারা প্রকৃত ঈশ্বরের ভজনা করতে অস্বীকার করে। তারা বাবিলের মত ধ্বংস হবে। এভাবেই, বাবিলের উচ্চগৃহের কাহিনী বর্তমান মানুষের প্রতি অনুগ্রহের দান স্বরূপ। এই কাহিনী প্রভু যীশুতে বিশ্বাসীদের আরও শক্তিশালী হতে উৎসাহিত করছে। যদিও এটা এভাবে উপস্থাপিত হতে পারে যদি জগৎ ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎ গমন করে এবং এমন একটি স্থান নির্ম্মাণ করে যেখানে ঈশ্বর পূজিত হবেন না, তবে এটি কোন বিষয় নয়। কিন্তু শেষকালে, বাবিল অবশ্যই ধ্বংস হবে।

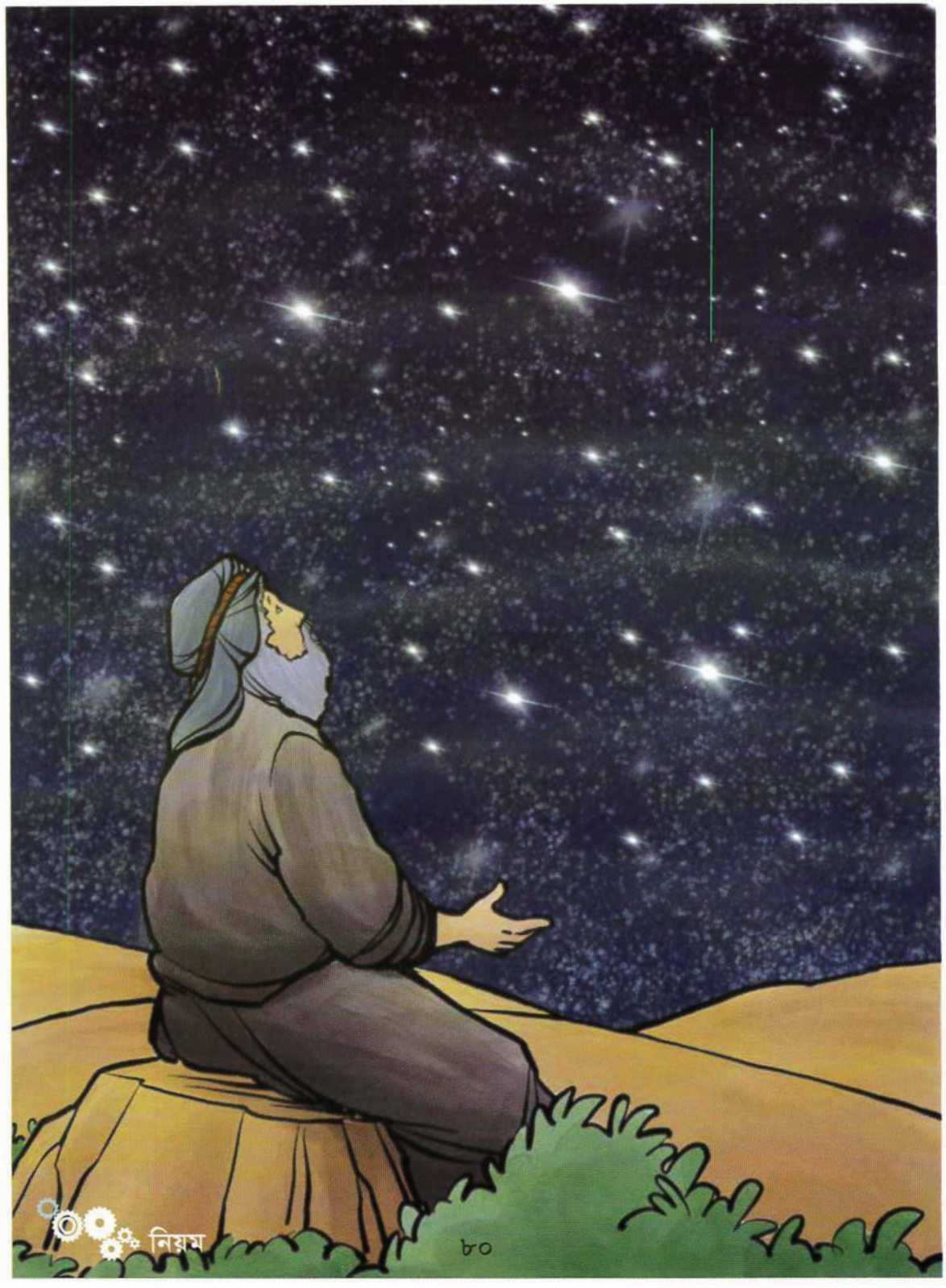
নিয়ম

এক জন মানুষ তৈরী করতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

যদি নারীর বংশ দ্বারা সর্প ধ্বংস হয়ে যেত (**আদিপুস্তক ৩:১৫**) তাহলে লোকেরা আবার ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত, তবে কোন একজন আগত বংশধরের আবির্ভাব হওয়ার প্রয়োজন হতো। ঈশ্বর অব্রাম নামক একজন মানুষের দ্বারা শুরু করে তাঁর এই পরিকল্পনা আরম্ভ করার মনস্থ করলেন (**আদিপুস্তক ১১:২৭-৩২** ও **প্রেরিত ৭:১-৮**)। ঈশ্বর অব্রামকে মনোনীত করেননি কারণ অব্রাম ইতিমধ্যে ধার্ম্মিক হয়েছিলেন। তিনিও জগতের অন্যদের মত পাপী ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রয়োজনে অব্রামকে আহ্বান করলেন (**যিরমিয় ১৩:১১, যিশাইয় ৪৩:৬-৭, ইফিষীয় ১:৪-৬**)। ঈশ্বর অব্রামের সাথে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হলেন যে তার বংশধরগণ আকাশের তারাগণের ন্যায় ও সমুদ্র তীরের বালুকার ন্যায় অসংখ্য হবে। তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করলেন যে এই মানুষ ও তার বংশধর জগতের দায়াধিকারী হবে (**রোমীয় ৪:১৩**)। এই প্রতিজ্ঞাগুলি শাস্ত্রলিপির সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। **আদিপুস্তক ১২:১-৩, ১৩:১৪-১৭, ১৫:১-৫, ১৮-২১, ১৭:১-১৪, ১৮:১৬-১৯, ২২:১৫-১৮,** এবং **২৪:৭** পদে প্রথম বলা হয়েছে ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরে অব্রামের নাম পরিবর্তন করে অব্রাহাম রাখা হয়েছিল। যেহেতু অব্রাহাম প্রতিজ্ঞার দিকগুলি দেখতে পেয়েছিলেন যা পূর্ণতা সাধিত হবে। অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অব্রাহামের সময়ে তা পূর্ণতা সাধিত হয়নি। তিনি জানতেন যে প্রতিজ্ঞা একদিন পূর্ণতা সাধিত হবে, কিন্তু সেগুলি পূর্ণতার অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি (**ইব্রীয় ১১:৮-১২**)। সেগুলি যীশুর সময়ে পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল, কারণ যীশু হলেন এই মানুষের উত্তরাধিকারী (**মথি ১:১** ও **প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩**)। আমরা খ্রীষ্টিয়ানগণ "খ্রীষ্টেতে" থাকার কারণে অব্রাহামের বংশরূপে গণিত হয়েছি (**গালাতীয় ৩:৭-২৯**)।

অব্রাহাম একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২,১০০ অব্দে বাস করতেন। সমস্ত মানুষের ন্যায় অব্রাহামও পাপী ছিলেন। তার ধার্ম্মিকতা বা তার উত্তম কার্য্যের কারণে তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত ছিলেন না। কারণ ঈশ্বর তাকে মনোনীত করতে মনস্থ করেছিলেন। অব্রাহামের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। তিনি তার বিশ্বাসের কারণে ধার্ম্মিক গণিত হয়েছিলেন (**আদিপুস্তক ১৫:৬** ও **১৮:১৪**)। যীশু "অব্রাহামের পুত্র" রূপে প্রচারিত হলেন। অর্থাৎ তিনি অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের উত্তরাধিকারী (**মথি ১:১ পদ** আবার দেখুন)।

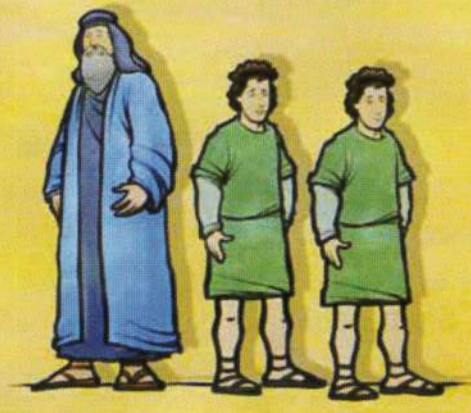

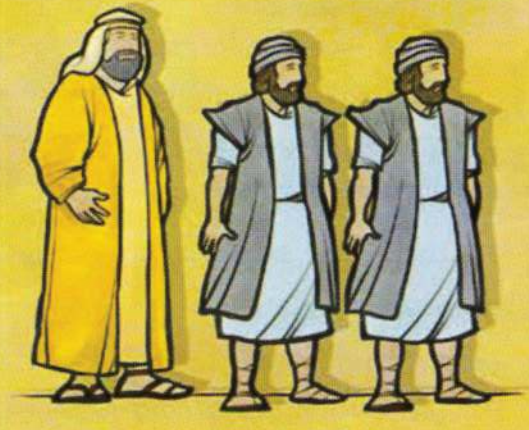

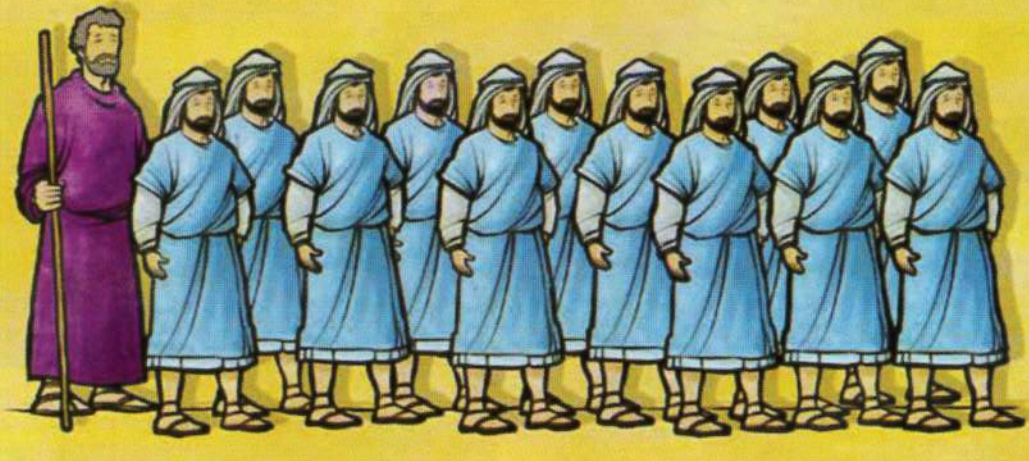

অব্রাহামের প্রথম বংশধরগণ

অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞ তাঁর পুত্র ইসহাকের কাছে ও ইসহাকের পুত্র যাকোবের কাছে পুনরুক্ত হয়েছিল (**আদিপুস্তক ২৬:৪, ২৪, ২৮:১৩-১৪**)। যাকোবের ১২ পুত্র ছিল। এই ১২ পুত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের জাতি "তৈরী" হয়েছিল। ঈশ্বরের লোকেরা কিভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল সেই কাহিনী আদিপুস্তকে আছে। কারণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে একদিন তারা আকাশের তারাগণের ন্যায় হবে। যাত্রাপুস্তকের লেখক (মোশি) ইস্রায়েলের আকার বৃদ্ধিতে খুবই উৎসাহিত ছিলেন (**যাত্রাপুস্তক ১:৭, ১২, ২০**)। মোশি এই প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পর্কে জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তাদের পূর্ণতায় আনায়ন করবেন। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের লেখক মন্ডলীর আকার বৃদ্ধিতে খুবই উৎসাহিত ছিলেন। ঈশ্বরের মানুষ রূপে মন্ডলী ইস্রায়েলের জায়গায় পুনঃস্থাপিত হবে সেই কারণে নয়। কারণ প্রকৃত ইস্রায়েল হলেন খ্রীষ্ট এবং যারা তাঁহাতে আছে তারা সেই হিসাবে গণ্য। আর এভাবেই পুরাতন নিয়মের যুগের ভক্তগণ ও নূতন নিয়মের যুগের ভক্তগণ সংযুক্ত! এরপর ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞানুসারে অগণিত লোকের সংখ্যা পূর্ণতা সাধিত হবে (**প্রকাশিত বাক্য ৭:৯**)।

ভাববাদী যিনি ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে দেখতেন

ঈশ্বরের জাতির উদ্ধারকর্তা রূপে মোশির উত্থান হয়েছিল। তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে বার করে আনবার জন্য ও ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান পেয়েছিলেন। তিনি এভাবে, খ্রীষ্টের সদৃশ্য ছিলেন। ঈশ্বরের লোকদের শয়তানের দাসত্ব থেকে ও পাপ থেকে মুক্ত করে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে যাবার জন্য খ্রীষ্ট নেতৃত্ব দিচ্ছেন (**ইফিষীয় ২:১-১০**)। মোশির মত, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের লোকদের মুক্ত করতে নদীর বাইরে উত্থিত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন, তবে মোশি অন্য ভাববাদীদের থেকে ভিন্ন ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে কথা বলতেন (**যাত্রাপুস্তক ৩৩:১১**)। **দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৮** পদে আছে, মোশি ভাববানী করলেন যে "তার সদৃশ্য" অন্য একজন ভাববাদী আসছেন। অর্থ এই যে এই ভাববাদী মোশির মত হবে, ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে দেখবে। মোশি বললেন যে যিনি আসছেন, লোকেরা এই ভাববাদীর কথা অবশ্যই শুনবে। যদিও পুরাতন নিয়মের যুগে অন্যান্য অনেক ভাববাদী ছিলেন, তবে তাদের কেহই এভাবে মোশির মত ছিলেন না (**দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১০-১২**)। যাহোক, যীশু, মোশির মত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে দেখতেন। আমরা তাঁর কথা শুনছি (**মার্ক ৯:৭**)। তিনি যিহোশুয়র মত, যিনি ঈশ্বরের উত্তম স্থানে ঈশ্বরের জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে যেতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। মোশি একজন প্রকৃত মানুষ ছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১,৪০৬ অব্দে মারা যান। অতএব, মোশির পুস্তক (দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যদিয়ে আদিপুস্তক) খুব সম্ভবতঃ ১,৪৪৬-১,৪০৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে লিখিত হয়েছিল। তার বাক্যের উপর ভিত্তি করে এটা স্পষ্ট রূপে বলা যায় যে নাম বিহীন লেখক যিনি দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩-৩৪ অধ্যায় লিখেছিলেন, তিনি মোশির পরে শত শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনিও বিশ্বাসের লোক ছিলেন যিনি খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

মিশরে ঈশ্বরের জাতি

নারীর বংশ (ঈশ্বরের জাতি) ও সর্পের বংশের (যে লোকেরা শয়তানের অনুসারী) মধ্যে যুদ্ধ মিশরে ইস্রায়েলের নাটকীয়ভাবে বন্দিত্বের সময় দেখা গিয়েছিল। ঈশ্বরের জাতি মিশরে ৪০০ বৎসর দাসত্ব করেছিল (**আদিপুস্তক ১৫:১৩-১৪** ও **প্রেরিত ৭:৯-৫৩**)। যদিও ঈশ্বরের জাতি, এক জন পুত্রের ন্যায়, পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ হয়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের সাদৃশ্য প্রকাশ করেছিল, এটা এই অর্থ করে না যে তাদের কোন দুঃখ-কষ্ট ছিল না। তারা মিশরীয়দের হাতে মহা নির্য্যতীত হয়েছিল (**যাত্রাপুস্তক ১:৮-২২**)। ফরৌণ ঈশ্বরের জাতিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল (**যাত্রাপুস্তক ১**), কিন্তু ঈশ্বর তাঁর "পুত্র" (ইস্রায়েল) কে মিশর থেকে বার করে এনেছিলেন। ইস্রায়েল খ্রীষ্টের "সদৃশ্য" ছিল। ইস্রায়েলের মত, ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মিশর থেকে বার করে এনেছিলেন (**মথি ২:১৩-১৫**)। যারা "তাঁহাতে" আছে, কারণ তারা খ্রীষ্টেতে আছে, তারা শয়তানের দাসত্ব ও পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে (**ইফিষীয় ২:১-১০**)।

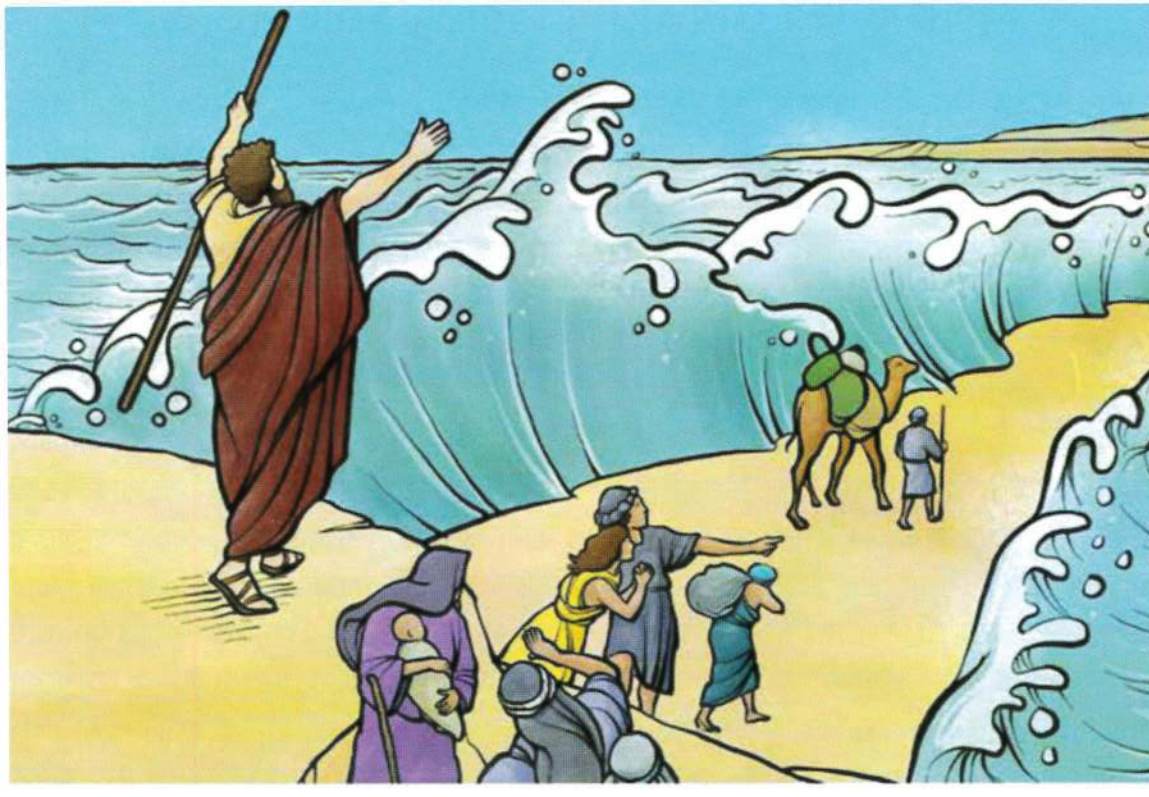

সূফসাগরে পরিত্রাণ ও বিনাশ

যখন ঈশ্বরের জাতি মিশর থেকে মুক্ত হলো, ঈশ্বর উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের পথ চলায় নির্দেশনা দিতে থাকলেন সুতরাং তাদের সূফসাগরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলো। **যাত্রাপুস্তক ১৪** তে সূফসাগর পার হওয়ার বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করা হলো। এটি **যাত্রাপুস্তক ১৫:১-২১** পদে কবিতাতে পুনরায় বলা হয়েছে। বাইবেলে বলা কাহিনীতে এই নির্দিষ্ট কবিতা অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ এর অংশবিশেষ **গীতসংহিতা ১১৮:১৪, যিশাইয় ১২** ও **প্রকাশিত বাক্য ১৫:২-৪** পদে পুনরুক্ত করা হয়েছে। অন্য শাস্ত্রাংশে এই কবিতার ব্যবহার প্রকাশ করছে যে সূফসাগর পার হওয়ার নিদর্শণ এই যে ঈশ্বর খ্রীষ্টের ও সুসমাচারের মাধ্যমে তাঁর সকল লোকদের মুক্ত করবেন। যেহেতু ঈশ্বরের জাতি সূফসাগরের মধ্যদিয়ে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের শত্রু সূফসাগরের মধ্যে বিনষ্ট হয়েছিল (**যাত্রাপুস্তক ১৪:২৩-৩১**)। এইরূপে **আদিপুস্তক ৬-৮** অধ্যায়ের জলপ্লাবনের মত, সূফসাগর হলো মুক্তি ও দন্ডাজ্ঞার নিদর্শণ। সূফসাগরের কাহিনী হলো জগতের প্রতি অনুগ্রহ। জগৎ এই কাহিনী শুনবে ও অনুতপ্ত হবে। এটি যিহোশুয়র সময়ে রাহবের দ্বারা ঘটেছিল (**যিহোশুয় ২:১০**)। খ্রীষ্টের কারণে খ্রীষ্টিয়ানের মুক্তির নিদর্শণ হলো জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বরের জাতির লোকেরা সূফসাগরের জলের মধ্যদিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল, খ্রীষ্টিয়ান জলের বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পার হয়ে যায়।

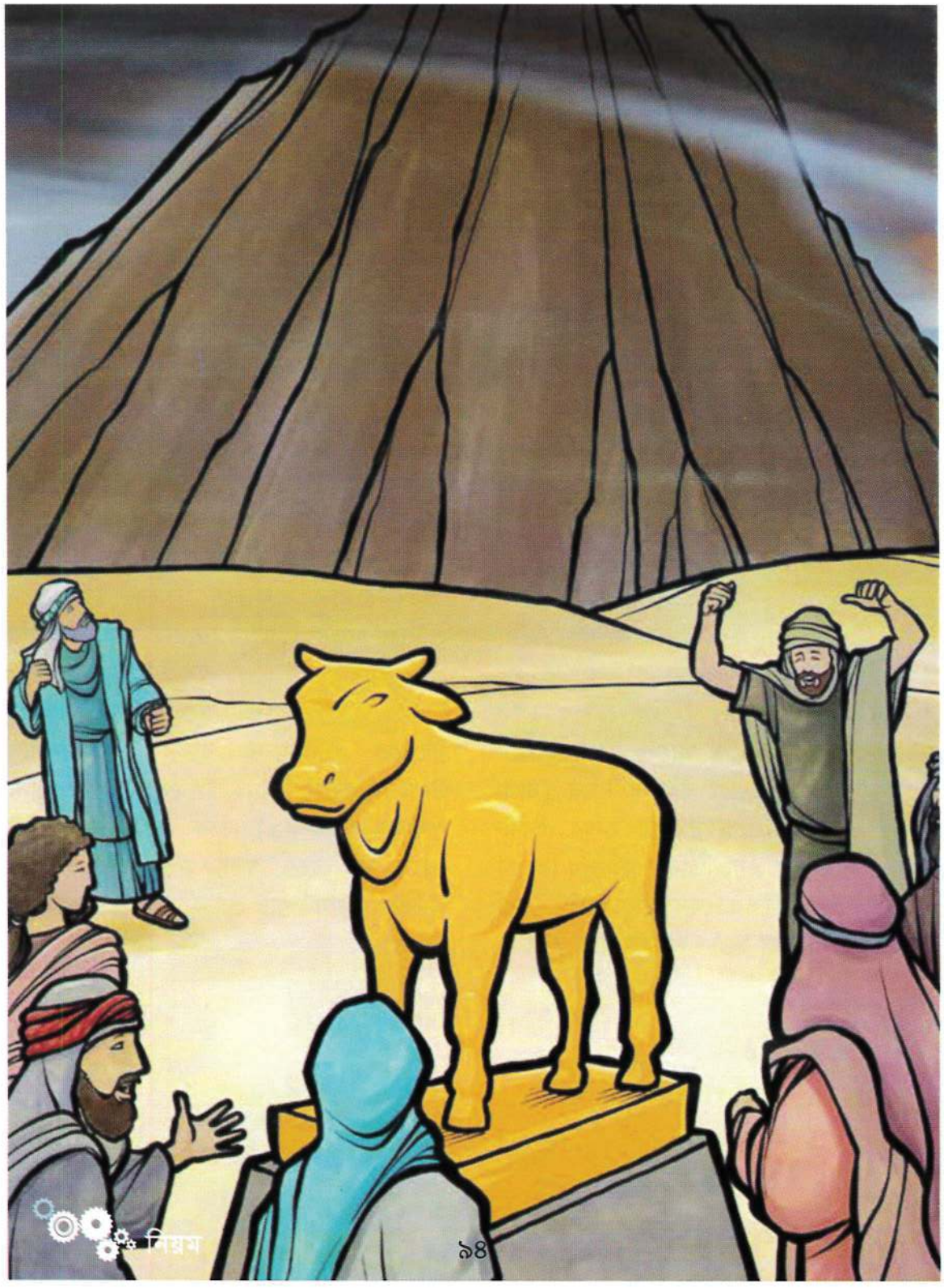

ঈশ্বরের জাতি একমাত্র তাঁরই ভজনা করা অস্বীকার করল

এমনকি যদিও ঈশ্বর মিশর থেকে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করলেন ও অনুগ্রহশীল হয়ে তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন, তথাপি লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না। তারা কোন জাগতিক বিষয়ের প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের সাদৃশ্য সৃষ্টি করল না। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, কোন জাগতিক বস্তু দ্বারা তাঁকে উপস্থাপন করা যায় না। কেবলমাত্র তিনিই পূজিত হবেন তিনিই পূজিত হতে ইচ্ছুক। এটি বিশ্বাস দাবি করে। কিন্তু লোকেরা তাদের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের ভজনা করতে চায়। তারা ঈশ্বরের গৌরবকে "নামাতে" চায় সুতরাং এটা জাগতিকভাবে সৃষ্টবস্তুর মত দেখায়। ঈশ্বরকে মান্য করার পরিবর্তে, লোকেরা তাদের ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের সাদৃশ্য পুনঃসৃষ্টি করতে চেষ্টা করল (**যাত্রা ৩২**)। এমনকি স্বর্ণময় গোবৎসের কারণে অনেক লোক নিহত হলো, লোকেরা প্রতিমাদের প্রতি আসক্ত হতে থাকল। কিন্তু ঈশ্বর কখনও অন্য কোন দেবতাদের নিজের গৌরবের অংশীদার করবেন না (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৩-২৪)। তিনি হলেন "গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ, স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর"। এই বিষয় অব্যহত আছে।

যখন ইস্রায়েলীয়রা ইস্রায়েল সীমান্ত পার হতো, তখন তারা এই কার্য্য অব্যহত রাখত (উদাহরণ স্বরূপ, **১ রাজাবলি ১২:২৮-৩০** পদ দেখুন)। লোকেরা কখনও তাদের প্রতিমাদের পরিত্যাগ করল না। এমনকি যখন তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে দাবি করছে, তখনও তারা বালের মত অন্য দেবতাতে আসক্ত থাকছে (**১ রাজাবলি ১৮:২১**)। ভাক্ত ভাববাদীরা এই ধরণের ভজনা করতে উৎসাহিত করল। ঈশ্বরের প্রকৃত ভাববাদীরা ঘোষণা করলেন যে প্রতিমাপূজার কারণে ইস্রায়েল দোষ করেছে এবং তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে অথবা তারা আদম ও হবার মত হবে, তাদের নিজের ভুমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে (**হোশেয় ২:২-১৩**)। ঈশ্বরের জাতির সাথে এক নূতন নিয়ম-পত্র তৈরী হলো তারা দেবতাদের প্রতি আর আসক্ত হবে না। ভাববাদীগণ প্রায়ই সেই দিন সম্পর্কে বলে থাকেন যেদিন এই নূতন নিয়ম-পত্র বাস্তবায়িত হবে (**হোশেয় ২:১৬-২০**)। এই নূতন নিয়ম-পত্র খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিয়ে শুরু হয়েছে (**লূক ২২:২০**)।

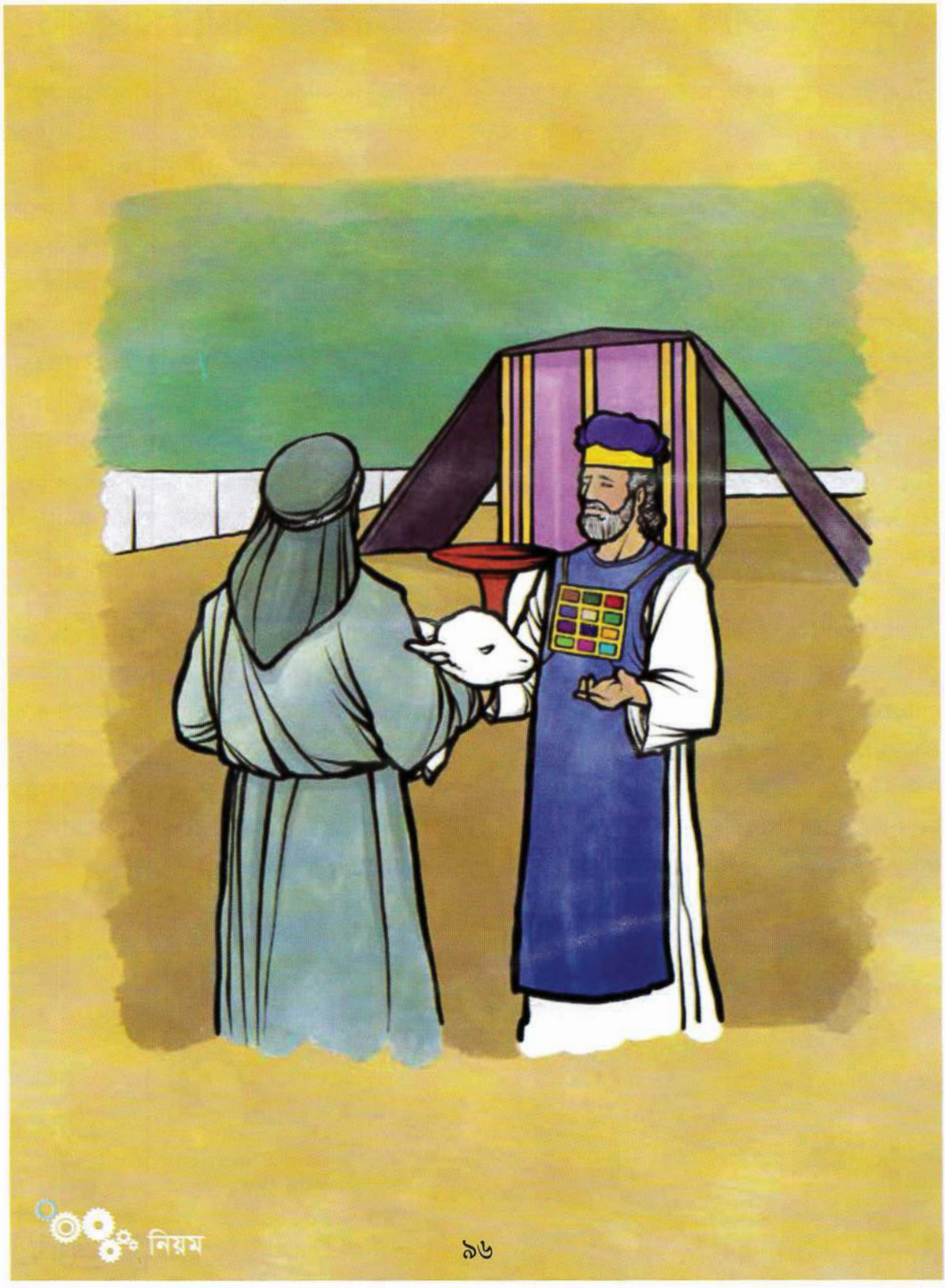

যাজকদের অনুগ্রহশীল দান

ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। আর এই ঘটনার জন্য, মানুষের পবিত্র হওয়া প্রয়োজন কারণ ঈশ্বর পবিত্র (**লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪** ও **১পিতর ১:১৫-১৬**)। যাহোক, পাপের কারণে, লোকেরা তাঁর উপস্থিতি থেকে দুরে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল, একটি নিয়ম-পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে লোকদের জীবন যাপনের খসড়া-চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং মোশির সময়ের পরে যেন লোকেরা ঈশ্বরের সাথে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। ঈশ্বর চেয়েছিলেন যেন তাঁর লোকেরা পুরাতন নিয়ম-পত্রের অধীনে জীবন যাপন করে। যাহোক, আদমের পাপের কারণে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ সকলের জন্য "প্রত্যক্ষরূপে" আর উন্মুক্ত ছিল না। লোকদের পাপ "আবৃত" করা প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর পবিত্র এবং যাদের সঠিকভাবে পাপের "প্রায়শ্চিত্ত" হয়েছে কেবল তারাই তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে। আর এর জন্য প্রয়োজন **অনুতাপ, নৈবেদ্য, বলিদান,** ও **একজন মধ্যস্থকারী** যিনি এই সব বলিদান নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হবেন। একদল লোক যাজকদের আহ্বান করবে যেন লোকদের ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থকারী রূপে বলি উৎসর্গ করতে পারে। পুরাতন নিয়ম-পত্র অনুসারে লেবি বংশ থেকেই যাজকগণ নিযুক্ত হতেন। একজন বিশেষ যাজক ছিলেন যাকে "মহাযাজক" বলা হতো। একমাত্র তিনিই সমাগম তাম্বুর মহা পবিত্র স্থানে প্রবেশ করতে পারতেন। আর তিনি এটা কেবল বৎসরে একবার করতে পারতেন। মহাযাজক ছিলেন খ্রীষ্টের "সদৃশ্য"। তিনিই প্রকৃত মহাযাজক যিনি চিরকালের তরে ঈশ্বরের লোকদের জন্য পক্ষ সমর্থন কারী হবেন (**গীত: ১১০** ও **ইব্রীয় ৫:১-১০**)। বর্তমানে খ্রীষ্টিয়ানগণ যাজকত্বও করছে। (**১ পিতর ২:৫** ও **প্রকাশিত বাক্য ১:৬** পদ দেখুন) এটা এই কারণে নয় যে তারা লেবি বংশ থেকে এসেছে। বরং, কারণ এই যে তারা "খ্রীষ্টেতে" আছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ নূতন ও উত্তম যাজকত্বের কার্য্য সাধন করছে।

HANDS to the PLOW
MINISTRIES

handstotheplow.org